জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অনার কিলিং

পরিবারের অসম্মতিতে ভিন জাতের ছেলেকে বিয়ে করায় ১৯ বছরের অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে মান্য প্যাটেলকে রড দিয়ে পিটিয়ে কুপিয়ে খুন করল বাবা। রবিবার কর্নাটকের হুব্বালির ইনামপুর্ভিল্লা গ্রামে ঘটনাটি ঘটে

জাঁকিয়ে শীত

হু হু করে নামবে পারদ। আগামী তিন-চারদিন আবহাওয়া অপরিবর্তিত থাকলেও ২৫ ডিসেম্বর থেকে ঠান্ডা পড়তে শুরু করবে। উত্তুরে হাওয়ার অবাধ প্রবেশে কমবে তাপমাত্রাও

বড়দিনে শহর জুড়ে কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা লালবাজারের

বারবার অ্যাপ বদল, কমিশনের দফতরে বিক্ষোভ বিএলওদের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০৮ ● ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ৭ পৌষ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 208 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 23 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

৪৬ জনের প্রাণহানি ■ এমন অপদার্থ কমিশন আগে দেখা যায়নি

উপচে পড়েছে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম। বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠকে বক্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

বাংলায় জিতব, তারপর দিল্লি

প্রতিবেদন : বাংলায় আপনারা লড়াই করুন। বাংলা জিতলে ওর দিল্লি কেড়ে নেব। সরকার পড়ে যাবে। যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিতেন, তাঁদের বলব দেবেন না। ওরা সব কেড়ে নেবে। ২৬-এর নির্বাচন বিজেপির বিসর্জন। সোমবার নেতাজি ইনডোরে বিএলএ-দের সভা থেকে এভাবেই তীব্র মেজাজে বিজেপির বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার দিলেন নেত্রী মমতা। তাঁর কথায়, বাংলায় বিজেপি-কে পা ফেলতে দেবেন না। প্রাণ দিয়ে রুখতে হবে। আপনারাই পারবেন— আমি বিশ্বাস করি।

বিজেপিকে শূন্য করে দিন। আমার জীবনসংগ্রামকে যদি আপনারা সম্মান করেন তবে বিজেপিকে শূন্য করে দিন। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়। নেত্রী বলেন, অটোক্রেসি চলছে। কারও ভোট থাকবে না। ৪৬ জনের বেশি

মারা গেছে। এদের অর্ধেকের বেশি হিন্দু। বিএলওদের দোষ দিচ্ছি না। গায়ের জোরে কাজ করছে। যেটা করতে দু'বছর লাগে, সেটা দু'মাসে করতে হবে যাতে সরকার কাজ করতে না পারে! বিজেপি তুমি আমাদের সঙ্গে খেলে পারবে না। অত্যাচারীর দল। যারা জাতির নেতা গান্ধীজির নাম কেড়ে নেয় তারা দেশকে কত ভালবাসে জানা আছে! ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমি কয়েকটা বিষয় বলে দিচ্ছি। বাকিটা বাংলা জুড়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করে অভিষেক বলবে।

হুঁশিয়ারির সুরে নেত্রী বলেন, বাংলাকে অসম্মান করতে গিয়ে নিজেরাই পিছু হঠবে। কেউ বিজেপিকে ভোট দেবেন না। বাংলায় কোনও সিএএ ক্যাম্প হবে না। (এরপর ১২ পাতায়)

বিএলএ ২-দের দিক-নির্দেশিকা

- বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তালিকায় নাম বাদ গেছে কি না জানতে হবে। যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তাঁদের Form-6 ও Annexure-IV ERO-র কাছে জমা দিতে হবে
- Unmapped চিহ্নিতরা সবাই শুনানির নোটিশ পেয়েছেন কি না দেখতে হবে। তাঁদের আগে থেকে ২০০২-এর রোল-এর কপি ও কমিশন নির্ধারিত ১১টি প্রমাণপত্রের একটি সংগ্রহে রাখতে বলতে হবে
- শুনানির সময় যাতে এই সকল ভোটার উপস্থিত থাকেন, সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে
- শুনানির সময় BLA-দের সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখতে হবে, সকলকে সাহায্য করতে হবে
- ১টিও প্রমাণপত্র না থাকলে Permanent Residential Certificate/ SC/ST/OBC সার্টিফিকেটের জন্য দ্রুত আবেদন করুন। BSK বা May I Help You কেন্দ্রের সাহায্য নিন
- BLO App-এ Logical Discrepancies বলে চিহ্নিত ও নোটিশ পাওয়া সকল ভোটার শুনানিতে (এরপর ১২ পাতায়)

বিএলএ-দের নিয়ে অভিষেক বৈঠক করবেন রাজ্য জুড়ে

প্রতিবেদন : কয়েকদিনের মধ্যেই আরও বৃহৎ পরিসরে বিএলএ-দের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নেতাজি ইনডোরে বিএলএ-দের সভায় নিজেই এ-কথা জানিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমি ১০-১২ হাজার বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক করলাম। রাজ্য জুড়ে আরও বড় করে ভার্চুয়াল বৈঠক করবে অভিষেক। উল্লেখ্য, এসআইআর শুরুর আগে ও পরবর্তী ধাপে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, কে কাজ করছেন আর কে ঢিলেমি দিচ্ছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসহ (এরপর ১০ পাতায়)

যুবভারতী : খারিজ সিবিআই ও ইডি, চলবে পুলিশি তদন্ত

প্রতিবেদন : যুবভারতীর ঘটনায় বিরোধীদের তোলা ইডি বা সিবিআই তদন্তের দাবি খারিজ করে দিল হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেইসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত নয়, পুলিশি তদন্তে হস্তক্ষেপ করছে না কোর্ট। সোমবার যুবভারতীর ঘটনার শুনানিতে তথ্য তুলে জোরালো সওয়াল করেন আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ স্পষ্ট ভাষায় জানান, রাজ্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেনি। আয়োজক বেসরকারি সংস্থা। ফলে কোনওভাবেই রাজ্যকে দায়ী করা যায় না। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নিরপরাধ

পবিত্র দেবালয়ে একটু থাকতে দেবে
থাকার জায়গার অভাব
এ জগতের সব নিষ্ঠুর কারাগারে
বদলাবে না তো স্বভাব।
দোষ না করেও অপরাধী সাজায়
সে কাপুরুষের দল
তাদের জন্য থাকবে ঘৃণা বিদ্বেষ
যতই হোক তাদের বল।

আলু আর আলুবখরার কি হয়
এক দাঁড়িতে ওজন?
তাই নিরপরাধ হয়েও নির্দোষ যারা
তাদের দেখে কজন?

অর্থবল আর পেশিবলের জন্য
সত্য খায় ধাক্কা!
সত্যের জন্য তবু লড়তে হবে
মদিনা থেকে মক্কা।

বাবা-ছেলে খুনে দোষী সাব্যস্ত ১৩

প্রতিবেদন : পুলিশের বড় সাফল্য। ৮ মাসের মাথায় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদ গ্রামের জোড়া খুনের মামলা নিষ্পত্তি করে রায় ঘোষণা করল জঙ্গিপুর আদালত। চলতি বছরের ১২ এপ্রিল সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাফরাবাদ গ্রামে নৃশংসভাবে খুন করা হয় হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে। ঘটনার পর থেকেই গোটা

দ্রুত চার্জশিটে কৃতিত্ব পুলিশের

এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাঁদের উপর হামলা চালিয়ে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং একে একে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। মামলায় টানা ৮ মাস জঙ্গিপুর আদালতে শুনানি চলে। তাতে একাধিক তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরে পুলিশ। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 December, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১৩ মিখাইল কালাশনিকভ

(১৯১৯-২০১৩) এদিন প্রয়াত হন। রাশিয়ার একে-৪৭ অস্ত্রের বিশ্ববিখ্যাত নির্মাতা ও নকশাকার। বিশ্বে অন্য যে কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে একে ৪৭-এর গুলিতে। কিন্তু কারিগরি দক্ষতার চিহ্ন হিসেবেও তা স্বীকৃত সারা বিশ্বে। রাশিয়ার কুরিয়েন্সকি জেলার এক কৃষক পরিবারে জন্ম মিখাইলের। এক সময়ে স্বপ্ন দেখতেন কৃষির উপকরণ তৈরির। পরে একটি ট্র্যাক্টর উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করার সময়ে ঘটনাচক্রে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন অস্ত্রশস্ত্রের দিকে। ১৯৪২ সাল থেকে তাঁকে সেনার রাইফেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর পরবর্তী দু'টি নকশা কিছু পরিবর্তনের পরে গ্রহণ করে সেনা। তবে ১৯৪৭ সালে বাজিমাত করেন মিখাইল। আত্মপ্রকাশ করে একে-৪৭। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত সেনার ব্যবহারের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠে ওই রাইফেল। এর পরেও তাঁর ভাণ্ডার থেকে বেরিয়েছে

একেএম, এ কে-৭৪-এর মতো অস্ত্র। হালকা আর জঙ্গল, মরুভূমি— সব যুদ্ধক্ষেত্রেই নিজের উপযোগিতার পরিচয় দেওয়ায় সারা বিশ্বে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কালাশনিকভ রাইফেল। কেবল সেনা নয়, নানা দেশে সক্রিয় বিপ্লবী ও জঙ্গিদের প্রিয় অস্ত্র হয়ে উঠেছিল এই অস্ত্র। বিভিন্ন সময়ে এই বিপ্লবী ও জঙ্গিদের সাহায্য করেছে নানা দেশের সরকার। মারাত্মক এই অস্ত্রের স্রষ্টা হিসেবে কি মনোকষ্টে ভুগতেন কালাশনিকভ? এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'না, আমি শান্তিতেই ঘুমোই। অন্য পথে ফয়সালা না করতে পেরে রক্তপাতকে বেছে নিয়েছেন রাজনীতিকরা। আমি নই।'

১৯১৮ ও ১৯২১

১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এরপর ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ) রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লেখা চিঠিতে যেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের জবাবদিহি করতে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথকে: "তুমি বলেচ, আমার দেশের লোক জিজ্ঞাসা করচে আজকের দিনের দেশের বর্ত্তমান চিত্তক্ষোভের মধ্যে এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কি

এমন প্রয়োজন? তার উত্তর এই যে বিশ্বভারতী আমার পক্ষে এবং আমার দেশের পক্ষে প্রয়োজনের সামগ্রী নয়— তার মধ্যে যে সত্য যে কল্যাণ আছে তা প্রয়োজনের অতীত— এইজন্যে তার পক্ষে কোনও সময়ই অসময় নয়— বরঞ্চ যে সময়ে বাহিরে তার প্রতিকূলতা, অর্থাৎ বাহিরের দিকে যেটা অসময়, সেইই তার প্রকৃত সময়।" পারস্পরিক শ্রদ্ধা অটুট রেখে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মনের দীনতা দূর করে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে তাঁর বিশ্বভারতী, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা।

১৯০২

চৌধুরী চরণ সিং (১৯০২-১৯৮৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী। কৃষক নেতা হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন।

২০০৪ পি ভি নরসিমা রাও (১৯২১-২০০৪) এদিন প্রয়াত হন। ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী। পুরো নাম পামুলাপর্তি ভেঙ্কট নরসিংহ রাও। অনেকেই অবশ্য মনে করেন যে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য রাও দায়ী।

১৮৪৫ রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) এদিন খণ্ডঘোষের তোড়কোনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালে ডক্টরস অফ ল ডিগ্রিতে সম্মানিত হন। দু'বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পান। ১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্য দশ লক্ষ টাকা দান করেন। আজকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

২২ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৩৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৬৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২০৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২০৮৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৬১	৮৮.৭৫
ইউরো	১০৬.৬৬	১০৩.৮৯
পাউন্ড	১২১.৬৭	১১৮.৯০

নজরকাড়া ইনস্টা

বাবা দেবাশিস কুমারের সঙ্গে দেবলীনা কুমার

অপরাজিতা আঢ্য

কর্মসূচি

রবিবার হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে এমএলএ কাপ ফুটবলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিকল্পিত কর্মসূচি বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নের পাঁচালির শুভ সূচনা মুহূর্ত। ধনিয়াখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগ। রয়েছেন বিধায়ক অসীমা পাত্র-সহ মহিলা নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৯৩

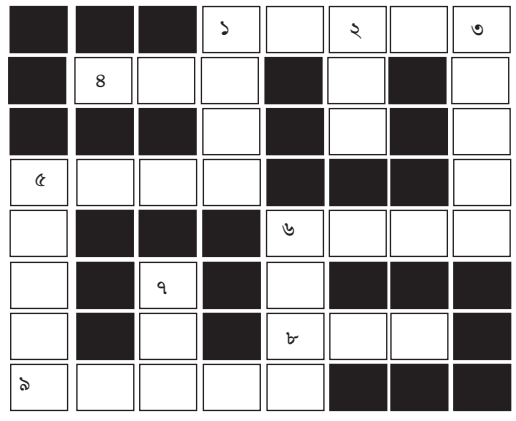

পাশাপাশি : ১. আদ্যপ্রান্ত ৪. আজ্ঞা, হুকুম ৫. উন্মাদের ভাব ৬. শ্রেণিবদ্ধ ৮. সুতরাং, অতএব ৯. যে বছরে একটি বাড়তি দিন থাকে, অধিবর্ষ।

উপর-নিচ : ১. সুখ্যাতি ২. অভিনয় কুশন ৩. প্রতিকৃতি ৫. উপত্যকা, তরাই ৬. বড়ো ব্যবসায়ী ৭. বর্জন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৯২ : পাশাপাশি : ১. নিধান ৪. তুষারকাল ৬. শ্রেয়ান ৭. টুকটাক ৯. সতিনপো ১২. গরল ১৩. ক্ষুন্নিবারণ ১৪. কলোনি। **উপর-নিচ :** ১. নিঃশ্রেয়স ২. নতুন ৩. চারহাঁটু ৫. লপেটা ৮. কমলযোনি ১০. তিতিক্ষু ১১. পোড়োবাড়ি ১২. গণক।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

23 December 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

নেতাজি ইনডোরে বিএলএ ২-দের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

মহাত্মাকে বাদ দিয়ে দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র

প্রতিবেদন : মহাত্মা গান্ধীর নামে কেন্দ্রের মনরেগা প্রকল্প ছিল। কিন্তু মোদি সরকার সেই প্রকল্পের নাম বদল করে দেশের ইতিহাস মোছার চেষ্টা চালাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দিয়ে রাম-নাম ছড়িয়ে ধর্মীয় মেরুকরণে রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি। সোমবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিএলএ-দের নিয়ে সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এভাবেই একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বহুদিন থেকেই। এবার গান্ধীজির নাম বাদ দিয়ে রাম-নামে প্রকল্প চালু করছে। রাম-নামে আমাদের আপত্তি নেই, আপত্তি জাতির জনকের নাম বাদ দেওয়াতে। এর পরেই নাম না করে অমিত শাহকে নিশানা করেন নেত্রী। তিনি বলেন, এইরকম হোম মিনিস্টার দেখিনি! স্বৈরাচারী, দুরাচারী। তিনি টোটালটা কন্ট্রোল করছেন। প্রধানমন্ত্রীকেও উনিই কন্ট্রোল করেন। দাঙ্গাকারীরা যদি দেশ চালায়, সেই দেশটার কী হতে পারে, দেখতেই পাচ্ছেন। জাতির জনকের নাম বাদ দিয়ে দিল! আর কত যাবে বাংলার সম্মান? বিশ্বকবি, বিদ্যাসাগর, গান্ধীজিকে অসম্মানিত হতে হবে? বাংলা ভাষার অস্মিতাকে অসম্মানিত হতে হবে?

ইনডোরে সাউন্ড গন্ডগোলে ক্ষুব্ধ নেত্রী

প্রতিবেদন : নেতাজি ইনডোরে বিএলওদের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাইক ও সাউন্ড নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তাঁর বক্তৃতার সময় অনেকেই বলেন, তাঁরা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। এর পরই ক্ষোভ উগরে দিয়ে নেত্রী বলেন, এর আগেও এখানে একই জিনিস হতে দেখেছি। মাইক-সাউন্ড ঠিক থাকে না কেন? ভাল করে চেক করে না কেন পুলিশ? পার্টির দায়িত্বে যাঁরা থাকেন তাঁরা দেখেন না কেন? এরপর নেত্রী বলে ওঠেন, বারবার এই জিনিস হচ্ছে। এটা সবোতাজ নয় তো? কিছুক্ষণের জন্য বক্তব্য থামিয়ে দেন নেত্রী। মাইক-সাউন্ড ঠিক হলে ফের বলতে শুরু করেন তিনি।

সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি, আদিবাসী-উন্নয়নের খতিয়ান পেশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : সাঁওতালি ভাষাদিবসে উন্নয়নের বার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁওতালি ভাই-বোনেদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আমি বিনম্র চিত্তে সাঁওতালি ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের শ্রদ্ধা জানাই। যাঁদের দীর্ঘদিনের নিরলস সংগ্রাম ও একনিষ্ঠ উদ্যোগে এই ভাষার বিশেষ মর্যাদা লাভ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের স্যালুট।

তাঁর কথায়, আমাদের গর্ব সাঁওতালি ভাষাকে আমাদের সময়েই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে সাঁওতালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অলচিকি লিপিতে পাঠ্যপুস্তক ও সাঁওতালিতে ত্রিভাষিক অভিধানও প্রকাশ করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে নতুন নতুন স্কুলও।

এ-প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালি, হিন্দি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকেও আমরা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। এ ছাড়াও তৃণমূল সরকার গত সাড়ে ১৪ বছরে সাঁওতালি-সহ সমস্ত আদিবাসীদের উন্নয়নে যে-সমস্ত কাজ করেছে, তা তথ্য ও পরিসংখ্যান আকারে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, আলাদা আদিবাসী উন্নয়ন দফতর গঠন করা হয়েছে। দফতরের বাজেট-বরাদ্দ ২০১১ সালের তুলনায় ৭ গুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যে আদিবাসী মানুষের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসী মানুষকে 'জয় জোহার' প্রকল্পে মাসে ১ হাজার টাকা পেনশন দেওয়া হচ্ছে। প্রায়

সাড়ে ১৯ লক্ষ এসটি কাস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। 'শিক্ষাশ্রী' প্রকল্পে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় ২ লক্ষ এসটি ছাত্রছাত্রীদের ৮০০ টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীনে প্রায় ৪৯ হাজার আদিবাসী মানুষকে ফরেস্ট পাট্টা এবং ৮৫১টি কমিউনিটি ফরেস্ট পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৩৬ হাজার দরিদ্র আদিবাসী কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী মানুষের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কেন্দুপাতার জন্য ন্যূনতম সহায়কমূল্যও অনেক বাড়ানো হয়েছে।

সাতশোর বেশি জাহের থান এবং দেড় হাজারের বেশি মাঝির থানের উন্নয়ন এবং চারদিকে ফেন্সিং করা হয়েছে।

আদিবাসীদের জন্য ৮টি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সাঁওতালি অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে। সারনা/সারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য বিধানসভায় বিল পাশ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও আমরা এইভাবেই আমাদের আদিবাসী ভাই-বোনেদের উন্নয়নে কাজ করে যাব।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, ১৫ নভেম্বর ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস পালন ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিনে স্টেট হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে। হুল দিবসে সেকশনাল হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র করম পুজোতে সেকশনাল হলিডের পরিবর্তে স্টেট হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী গণিতের সীমাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রতিভাবান শ্রীনিবাস রামানুজনকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করেছেন।

সম্পাদকীয়

23 December, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোর্টের বার্তা

যুবভারতীর ঘটনায় স্পষ্ট বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিরোধীদের তোলা সিবিআই কিংবা ইডি তদন্তের আর্জি খারিজ করে জানিয়ে দেওয়া হল পুলিশি তদন্তেই আস্থা। যেহেতু তদন্ত এই মুহূর্তে প্রাথমিক পর্যায়ে চলছে তাই এসব নিয়ে এখন ভাবার প্রশ্ন নেই। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় সোমবার জানিয়ে দেন, রাজ্যকে অকারণে এই ঘটনায় কাঠগড়ায় তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিরোধীরা। কল্যাণ তথ্য দিয়ে বলেন, **এক,** আয়োজক ছিল বেসরকারি সংস্থা। অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার পর লিখিতভাবে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচি চাওয়া হয়েছিল বেসরকারি সংস্থাটির কাছ থেকে। কিন্তু বারবার চাওয়া সত্ত্বেও আয়োজকরা লিখিতভাবে কোনও তথ্যই দেয়নি। সবটাই ছিল মৌখিক। ফলে রাজ্যের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না বেসরকারি সংস্থা ঘটনার দিন অনুষ্ঠানে ঠিক কী কী করতে চলেছে। **দুই,** মেসি ছিলেন জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তায়। যার দায়িত্বে ছিল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। তারা কীভাবে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করবে সে ব্যাপারে বারবার জানতে চাওয়া সত্ত্বেও দেওয়া হয়নি লিখিত কোনও নির্দিষ্ট তথ্য। **তিন,** পুলিশের থেকে আয়োজক সংস্থা ৪০০টি পাস নিয়েছিল। তারাই যে মাঠের মধ্যে নেমে এসে সমস্যা বাড়িয়ে ছিল তা স্পষ্ট। ২৭টি ক্লোজ প্রক্সিমিটি পাস দেওয়া সত্ত্বেও তারা কেন ব্যবস্থা নেয়নি? **চার,** মাঠে জলের বোতলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। জলের বোতল ঢোকার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থারই। ফলে যাঁরা মিথ্যাচার করছেন, তাঁরা আগে এই চার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। যথার্থভাবেই কোর্ট পুলিশি তদন্তে আস্থা রেখেছে।

e-mail থেকে চিঠি

শুধু ফাঁকি, শুধুই ফাঁকির কারবার

জাগোবাংলার 'জয় নিতাই' শীর্ষক উত্তর সম্পাদকীয়র পাঠ প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পত্রের অবতারণা। বিজেপি নেতারা এতদিন মতুয়াদের এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গসফরে এসেই তাঁদের নাগরিকত্ব বিষয়ক সমস্যার সুরাহা করে যাবেন। কিন্তু কোথায় কী? শনিবার নদীয়ার তাহেরপুরের সভায় তিনি আসতেই পারেননি। পরিবর্তে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শুনিয়ে গিয়েছেন ফোনে মাত্র ১৫ মিনিটের এক ভাষণ। তাতে এসআইআর পর্বে মতুয়াদের আতঙ্ক কমানোর নিদান নেই। প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে শুধুই— 'জয় নিতাই', 'জয় হরিচাঁদ ঠাকুর', 'জয় গুরুচাঁদ ঠাকুর' এবং 'জয় বড়মা'! অর্থাৎ নাগরিকত্ব নিয়ে স্পিকটি নট! পরে অবশ্য বঙ্গ বিজেপির পিঠ বাঁচাবার কৌশলও নিয়েছেন— 'এক্স' হ্যান্ডলে মোদি লিখেছেন, 'আমি প্রত্যেকটি মতুয়া ও নমঃশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা সর্বদা তাঁদের সেবা করব ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন গাজর মতুয়াসহ সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুর সামনে তো বছরের পর বছর ঝোলানোই আছে। কিন্তু তা বিপন্ন মানুষের নাগালে আনা হচ্ছে কই? তাঁদের নিয়ে প্রতারণার রাজনীতিতে এবার অন্তত পূর্ণচ্ছেদ পড়ুক। উদ্বাস্তু বা শরণার্থী পরিচয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের শুরু ১৯৪৭-এ। ১৯৭১-এও এসেছেন বহু মানুষ। পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর খপ্পর থেকে পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করেছিলেন মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশ 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবিধান গ্রহণ করলেও ওই ভোল বদল ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। পদ্মপাতা থেকে জল গড়িয়ে পড়ার মতোই, মুসলিম-প্রধান বাংলাদেশ ফিরে গিয়েছে উগ্র ইসলামেরই তাঁবে। সেখানে দ্রুত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে হিন্দু, বৌদ্ধসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা। অতএব ফের ভারতমুখী হল শরণার্থী স্রোত। ধর্মীয় পরিচয়, মানসম্মান রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ একবস্ত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে চলে এসেছেন। উদ্বাস্তু বা শরণার্থী পরিচয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের শুরু ১৯৪৭-এ। ১৯৭১-এও এসেছেন বহু মানুষ। পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর খপ্পর থেকে পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করেছিলেন মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশ 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবিধান গ্রহণ করলেও ওই ভোল বদল ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। অতএব ফের ভারতমুখী হল শরণার্থী স্রোত...।

— অভিজিৎ ভৌমিক, চেতলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

খুনির পরিচয় একই

ফের খুন করা হল গান্ধীজিকে

মোদি সরকার একদা অনেক বড় বড় বুলি শুনিয়েছে। কিন্তু দায়-দায়িত্ব পালনে পুরো ব্যর্থ। লিখছেন **তানিয়া রায়**

পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের খসড়া তালিকা। সেখান থেকে নাম কাটছে ভ্যানিশকুমাররা। অর্থাৎ, জ্ঞানেশকুমারের নির্বাচন কমিশন ও মনোজকুমার আগরওয়ালের সিইও দফতর। কমিশনের অফিস থেকে বিজেপির এজেন্ট ইচ্ছামতো নাম বাদ দিচ্ছে। এরপর কৃত্রিম মেধা (এআই) ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় কারচুপি করা হতে পারে।

বিজেপির সঙ্গে কমিশনের আঁতাঁতের তত্ত্ব কমবেশি পরিষ্কার। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বিজেপির অফিস থেকে যা বলে দেওয়া হচ্ছে, তা-ই চেঞ্জ করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের অফিসে বিজেপি একটা এজেন্ট রেখে দিয়েছে। সে অনলাইনে যাঁর ইচ্ছে নাম বাতিল লিখছে। পুরো লিস্টটা করে দিচ্ছে বিজেপির পার্টির লোকেরা। এমন নির্লজ্জ কমিশন শুধুমাত্র বিজেপির কথায় অপরিকল্পিত ভাবে এই এসআইআর করা হচ্ছে। বিজেপি এবং কমিশনকে একই বন্ধনীতে। এমন আমরা জীবনে দেখিনি, দেখতে চাইও না।

এখন আবার এআই ব্যবহার করেছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ তাড়াহুড়োর মধ্যে করা হচ্ছে।

প্রশ্ন হল, তোমরা চক্রান্ত করেও কিচ্ছু করতে পারবে কি? কমিশনের পদক্ষেপ অপরিকল্পিত। এটা কি নির্বাচন কমিশন এক বারও ভেবে দেখেছেন? ভ্যানিশকুমারবাবুরা, বিজেপির দালালেরা একবারও ভেবেছেন?

সম্প্রতি রাজ্যের যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ইতিমধ্যেই বহু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। আরও দেড় কোটি নাম নাকি বাদ দিতে হবে। বিজেপির খোকাবাবুদের আবদার। তবে নাকি পশ্চিমবঙ্গ ওদের মুখ গহ্বরে লাড্ডুর মতো টুপ করে খসে পড়বে। সেজন্য ভোটারদের নামের বানানে সামান্য এদিক ওদিক দেখলেও তাঁর নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগে কলকাতায় ১০০টি ওয়ার্ড ছিল। পরে ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪৪টি। এর মধ্যে আসন পুনর্বিন্যাসও হয়েছে। ফলে ২০০২ সালে কোনও ভোটারের যে ঠিকানা ছিল, এখন সেই ঠিকানা বদলে গিয়েছে। অথচ এই বিষয়গুলি বিবেচনা না করেই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিএলও-দের নামে গালাগালি দেওয়ার আগে ট্রেনিং দেওয়া দরকার ছিল। সেটা হয়নি। পুরোটাই অপরিকল্পিত।

জননেত্রীর স্পষ্ট কথা, বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন কাজ করছেন। যত কেস করবেন, করবেন। চাইলে গলাটাও কেটে নিতে পারেন। কিন্তু আমি মানুষের কথা বলব। কাউকে না কাউকে তো মুখ খুলতে হবে। সবাই যদি ভয়ে গুটিয়ে যায়, তা হলে তো দেশটাই শেষ হয়ে যাবে। বাংলা না থাকলে, দেশটা থাকবে না। মাথায় রাখবেন।

শুধু আসন পুনর্বিন্যাস ঘিরেই সমস্যা নয়। বাংলা এবং ইংরেজিতে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে নামের বানানও অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। শুধুমাত্র নামের বানান আলাদা হওয়ার কারণে অনেকের নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিয়ের পরে মহিলাদের অনেকে পদবি বদল করার ফলেও তাঁদের নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে। এই ধরনের বানান বিভ্রান্তির জন্য এক জনকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেককে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রত্যেক এলাকায় খবর রাখুন তো, কাকে কাকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা কোন দফতরে কাজ করেন, কোথায় থাকেন। আমরা ডিটেলস চাই। আমি তাঁদের সহযোগিতা করব, কিন্তু আমাদের ডিটেলস চাই। এটা রাজ্যকে জিজ্ঞেস করে করেনি। নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করে করছে।

এসআইআর-এর কাজ নিয়ে রাজ্যে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য সিপিএমও কম দায়ী নয়। রাজ্যে সর্বশেষ এসআইআর-এর সময়ে রাজ্যে ক্ষমতায় সিপিএম ছিল। তখন বেছে বেছে নবপ্রজন্ম থেকে শুরু করে যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস করত, বেশির ভাগের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছিল। এখন আবার বিজেপির দালালি করছে। এবার বুঝবে, কত ধানে কত চাল।

এখানে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) হয়ে যিনি বসে আছেন, তিনি তো বাড়ি থেকে টাকা ফেলেছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সেই স্টোরি বেরিয়েছিল। সিবিআই হানা দিয়েছিল। তখন তিনি দিল্লিতে অন্য কোনও দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ভয়ে অফিস শিফ্ ট করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে যাবেন। রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়াই। সব বেআইনি। আর এসবের মধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হল। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। হত্যাকারীকে তাদের আদর্শ ও প্রচারই যে প্ররোচনা দিয়েছিল, এই কথা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল গেরুয়া সংঘ। আর আজ তার উত্তরসূরি বিজেপি মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত একমাত্র আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিটি থেকে তাঁর নামটি মুছে দিল।

বছরে ১০০ দিনের ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমটি ছিল ১২ কোটি পরিবারের জন্য একটি লাইফলাইন বা জীবনরেখা। প্রকল্পটি নিশ্চিত করত যেকোনও পরিবার যেন ক্ষুধার্ত ও হতাশ হয়ে রাতে ঘুমোতে না-যায়। এটি ছিল দরিদ্রদের জন্য, বিশেষ করে নিয়মিত কর্মসংস্থানবিহীন নারী ও বয়স্কদের কাছে একটি আশীর্বাদ। প্রকল্পটি পরিবারের নারীদের হাতে টাকা এনে দিয়েছে। নারীদের এমন একধরনের স্বাধীনতা দিয়েছে প্রকল্পটি, যা তাঁদের মা-দিদিমা'রা কখনও অনুভব করেননি।

প্রকল্পটি ছিল সর্বজনীন, চাহিদা-ভিত্তিক এবং বছরভর কাজ দেওয়ার অঙ্গীকার। মজুরি প্রদান নিশ্চিত করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্পে অর্থের জোগান নিশ্চিত করত কেন্দ্রীয় সরকার; রাজ্যের অংশ বলতে ছিল কেবলমাত্র মেটেরিয়াল কস্ট বা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংক্রান্ত খরচের ২৫ শতাংশ। শ্রমিককে কাজ দিতে সরকার অস্বীকৃত হলে ওই ব্যক্তি বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকারী হতেন।

আর এখন?

প্রকল্পটি হবে স্টেট-স্পেসিফিক।

এই প্রকল্পের খরচ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ৬০:৪০ অনুপাতে ভাগ করে নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্যকে তহবিলের একটি 'আদর্শ বরাদ্দ' দেবে। সেই বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ হলে তা বহন করতে হবে রাজ্যকে। যেসব এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দেবে। এটাকে গোপনে একটি সরবরাহ-ভিত্তিক প্রকল্পে পরিণত করবে মোদি সরকার। রাজ্য ১২৫ দিনের জন্য কর্মসংস্থান 'নিশ্চিত' করবে— যা একটি অলীক কল্পনা।

২০১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্র মোদি সংসদে বলেছিলেন, "আমার রাজনৈতিক বোধ আমাকে বলে যে কখনওই এমজিএনআরইজিএ বাতিল করা উচিত নয়।"

গত কয়েক বছরে, এমজিএনআরইজিএস অবহেলার শিকার হয়েছে। যদিও ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পরিবার প্রতি গড় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ৫০ দিনের কাছাকাছি মাত্র। ৮ কোটি ৬১ লক্ষ জব কার্ডধারীর মধ্যে, ২০২৪-২৫ সালে পুরো ১০০ দিনের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে ৪০ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিবারের। সংখ্যাটি ২০২৫-২৬ সালে মাত্র ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার! যেসব পরিবার কাজ করেছে তাদের মোট সংখ্যা ২০২০-'২১-এ ছিল ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ। সংখ্যাটি এখন নেমে এসেছে মাত্র ৪ কোটি ৭০ লক্ষে।

আর কয়েক লক্ষ কোটি টাকা এই বাবদ পায়নি পশ্চিমবঙ্গ। হে রাম!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চারটি আদার বস্তা থেকে উদ্ধার ৭৮ কেজি গাঁজা। গ্রেফতার চালক সহ ২ জন। নিউ বারাকপুর থানার অন্তর্গত সাজিরহাট দেবীঘাট রাস্তা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের

জোরকদমে চলছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি

পুণ্যার্থীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াতে ৫০ কিমি রাস্তার সংস্কার শুরু

প্রতিবেদন : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে সাগর দ্বীপে প্রায় ৫০ কিমি রাস্তার মেরামত ও সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভিড়ের চাপ সামাল দিতে বিকল্প বন্দোবস্ত হিসেবেও সাগরতট-সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি ছোট রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ।

মেলা চলাকালীন যাত্রী-পরিবহণ যাতে নির্বিঘ্ন থাকে, সেজন্য লট-৮, বেণুবন এবং কচুবেড়িয়া জেটিঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের কাজও শুরু হয়েছে। ভিড় বাড়লে ব্যবহারের জন্য একাধিক অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হচ্ছে, যা মেলার সময় চালু

থাকবে। পুণ্যার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নতুন একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বাস চলাচল এবং যাত্রী ওঠানামা আরও সুশৃঙ্খল হবে বলে প্রশাসনের আশা। একই সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তরফে ১১৭ নং জাতীয় সড়কের কিছু অংশে মেরামতের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজও বর্তমানে জোরকদমে চলছে বলে জানা গিয়েছে।

মেলা প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলার বড় দায়িত্ব থাকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের উপর। ইতিমধ্যেই ওই দফতরের আধিকারিকদের একটি দল গঙ্গাসাগরে পৌঁছে কাজকর্ম তদারকি শুরু করেছে। পানীয় জল, শৌচালয়, নিকাশি ব্যবস্থা-সহ পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিতেই তাঁদের মূল নজর। এ-ছাড়াও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার দফতর থেকেও মেলার বিভিন্ন প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমের কথা মাথায় রেখেই এ-বছর আগেভাগে প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে, যাতে গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে শেষ করা যায়।

সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ বিএলও-দের

হেনস্থার প্রতিবাদে সিইও দফতরের সামনে ক্ষুব্ধ বিএলওদের বিক্ষোভ।

প্রতিবেদন : বারবার অ্যাপের নিয়ম বদল। বদল করা হচ্ছে একাধিক নির্দেশেরও। এর জেরেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন বিএলওরা। একই সঙ্গে মানসিক চাপ বাড়ছে। এই একাধিক অভিযোগের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্য সিইও দফতরের সামনে বিএলওদের একটা বড় অংশ জমায়েত করেন। তাঁদের সহযোগিতায় শামিল ছিল বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে চাইলে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের আরও দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েও তা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন সিইও দফতরের সামনে যেতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাঁদের। পরিস্থিতি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়।

বড়দিন থেকেই জাঁকিয়ে শীত

প্রতিবেদন : বড়দিনের আবহে পাল্টাচ্ছে পরিস্থিতি। হু-হু করে নামবে পারদ। শীতের চাদরে গা ঢাকবে শহর থেকে জেলা। আগামী তিন-চার দিন আবহাওয়া অপরিবর্তিত থাকলেও ২৫ ডিসেম্বর থেকে ঠান্ডা বাড়তে শুরু করবে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে যাওয়ায়

উত্তুরে হাওয়া অবাধে প্রবেশ করতে শুরু করেছে তাই তাপমাত্রাও কমবে এবার। শীতের অনুভূতিও বাড়বে। বড়দিনের পর থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে শীতের দাপট আরও বাড়তে পারে। পাহাড়ি এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রিতে নামতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা নামার পাশাপাশি সব এলাকায় দৃশ্যমানতা কোথাও কোথাও ৫০ মিটারেরও নিচে নেমে আসতে পারে। কুয়াশায় ঢাকা থাকবে ভোরের দিকে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হবে। কোথাও কোথাও ঠান্ডার দাপট বাড়তে পারে হালকা হাওয়ার সঙ্গে।

পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি কতটা তৈরি জানতে পর্ষদের চিঠি ডিএমদের

প্রতিবেদন : আর হাতে গোনা দেড় মাস। তার পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো কতটা প্রস্তুত রয়েছে তা জানতে চেয়ে জেলাশাসকদের চিঠি পাঠিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন পরীক্ষা করাতে বদ্ধপরিকর পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো কতটা তৈরি রয়েছে সেই বিষয়ে সবিস্তারে রিপোর্ট চাইলেন পর্ষদ সভাপতি। চিঠিতে তিনি লেখেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা ত্রুটিহীন, সুরক্ষিত ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে পর্ষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে অনুরোধ, আসন্ন পরীক্ষার জন্য জেলার সব ক'টি সেন্টার সরেজমিনে ব্যাপক ভাবে পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত অফিসারদের মনোনীত করুন। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো যেমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকতে হবে তেমনই প্রবেশ দ্বারে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও সেই ফুটেজ যত্ন সহকারে সংরক্ষিত রাখতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় ঘর ও বেঞ্চ, স্কুলবাড়ির নিরাপত্তা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, আলো, পরিস্রুত পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে পরীক্ষাকেন্দ্রে। যদি দেখা যায়, কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনওরকম ত্রুটি আছে তাহলে অবিলম্বে ব্যাবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষাকেন্দ্র বদল করে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাধ্যমিক

বিডিওর আগাম জামিন খারিজ

প্রতিবেদন : বিধাননগরের সোনা ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজ করে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, জঘন্যতম অপরাধ বিবেচনায় আনা হয়নি বারাসত সেশন জজের বিচারে। বিডিওর জামিন খারিজের অধিকার রয়েছে এই আদালতের। তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তাঁর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, বিডিও প্রশান্ত এবং তাঁর ছকে দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ করেছে সহযোগীরা। তদন্তে বিমান সংস্থার টিকিট ও অন্য নথি দেখে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ঘটনার পরে বিডিও এবং তাঁর সহযোগীরা উত্তরবঙ্গে চলে যান। দ্রুত বিধাননগর আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন বিচারপতি। ২৮ অক্টোবর যাত্রাগাছি থেকে স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাতে নাম জড়ায় জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। যদিও তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এই ঘটনায় রাজু ঢালি ও তুফান থাপা নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে সজল সরকার নামে কোচবিহারের আর একজনকেও এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ।

তৃণমূল কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : দলীয় সভায় যাওয়ার পথে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার খাঁ পুকুর এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল (৩০)। সোমবার ছিল হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূলের এক প্রকাশ্য জনসভা সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টোটো ধরতে গিয়ে পাশের পুকুরে পড়ে যান জ্যোতিষ মণ্ডলের একমাত্র ছেলে ইন্দ্রজিৎ। জলে ডুবেই মৃত্যু হয় তাঁর। সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ইন্দ্রজিতের পরিবার যাতে দলীয় সাহায্য পায় সেই আবেদন করেছেন মৃতের বাবা। ইতিমধ্যে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন হাসনাবাদ ব্লকের নবনির্বাচিত সভাপতি আনন্দ সরকার। তিনি মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিধায়ক ও বালির পুর প্রশাসক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও শিশুজ্যোতি টাচিং লাইফের সহযোগিতায় লিলুয়ায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির। ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। প্রায় ৪০০ জনের নিখরচায় চক্ষু পরীক্ষা করা হয় শিবিরে।

বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা জুড়ে আগামী কয়েকদিন চলবে উন্নয়নের পাঁচালি-র প্রচার। সোমবার তারই সূচনা করলেন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

মন্ত্রীর উদ্যোগে মাঠ সৌন্দর্যায়ন

সংবাদদাতা, হাওড়া : মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির উদ্যোগে হাওড়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার কিসমত হাসপাতাল মাঠ ও সংলগ্ন এলাকায় সাফাই অভিযান শুরু হল। মন্ত্রী দাঁড়িয়ে থেকে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পুরো মাঠ চত্বর সাফাইয়ের কাজ তদারকি করেন। সঙ্গে ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, যুবনেতা অভিজিৎ সমাদ্দার-সহ দলের আরও অনেকে। মনোজ তিওয়ারি জানান, হাসপাতালের মাঠ ও সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। হাসপাতালটিও আরও উন্নতমানের করে তোলা হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বড়দিন ও নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তৈরি পার্ক স্ট্রিট চত্বর

ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

হরিণঘাটায় 'বাংলার ডেয়ারি'-র নতুন কেন্দ্রে পণ্য উৎপাদন শুরু

প্রতিবেদন : নদিয়ার হরিণঘাটায় 'বাংলার ডেয়ারি'-র নতুন অত্যাধুনিক দুধ প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র চালু হল। বৃহস্পতিবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ থেকে ভার্চুয়ালি ওই প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের অধীন এই প্রকল্পকে ঘিরে দুগ্ধশিল্পে বড়সড় অগ্রগতির দাবি করছে নবান্ন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিণঘাটা ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠা এই প্ল্যান্টে প্রাথমিক ভাবে দৈনিক ১ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা রয়েছে। ভবিষ্যতে তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ লিটার পর্যন্ত করা যাবে। শুধু দুধ নয়, এখান থেকে দৈনিক প্রায় ২০ হাজার কেজি দই, ২ হাজার কেজি পনির, ২ হাজার কেজি ঘি এবং ৫ হাজার লিটার লস্যি উৎপাদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সব ক'টি পণ্যই 'বাংলার ডেয়ারি' ব্র্যান্ডে বাজারে আনা হবে।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, আধুনিক প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে তৈরি এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে রাজ্যে উচ্চমানের দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ধারাবাহিক জোগান নিশ্চিত করা যাবে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার করে বর্জ্য জল নিঃসরণ কমানো হয়েছে। পাশাপাশি জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন খরচ কমবে, লাভের অঙ্ক বাড়বে এবং বিক্রির পরিমাণও বাড়বে বলে আশা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও সরাসরি প্রভাব পড়বে বলে দাবি প্রশাসনের। দুধ সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গোটা দুগ্ধ মূল্যশৃঙ্খলে আধুনিক ও শক্তি-দক্ষ প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে কৃষক ও পশুপালকদের আয়ে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি ঘটবে বলে মনে করছে দফতর।

মোট ৬৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি এই প্রকল্পে প্রায় ২ হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি পরিবহণ, প্যাকেজিং, বিপণন-সহ বিভিন্ন সহায়ক ক্ষেত্র মিলিয়ে প্রায় ৪৯ হাজার মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। দু'বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই তা চালু হল।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের 'বাংলার ডেয়ারি' ব্র্যান্ড চালু হয় ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে। উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্যের অধীন বিভিন্ন ডেয়ারি ইউনিটকে একটি অভিন্ন ব্র্যান্ডের আওতায় এনে মানসম্মত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করা। তার আগে গ্রামীণ বাংলার দুধের বড় অংশই কলকাতার সরকারি 'মাদার ডেয়ারি' প্রকল্পের মাধ্যমে বিক্রি হত। নতুন এই প্ল্যান্ট চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের নিজস্ব দুগ্ধশিল্প আরও শক্ত ভিত পাবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

বড়দিন : নিরাপত্তায় মুড়ছে শহর

প্রতিবেদন : প্রতিবারের মতো এবারও বড়দিনে আঁটসাঁট করা হচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করছে লালবাজার। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সতর্ক কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। গোটা শহর জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত ২ হাজার পুলিশকর্মী। শুধুমাত্র পার্ক স্ট্রিটেই ৮ থেকে ১০ জন ডেপুটি কমিশনার পদ মর্যাদার অফিসার থাকবেন নিরাপত্তার দায়িত্বে। থাকবেন প্রায় ২০-২৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার। এছাড়াও থাকবেন ২৭ জন ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার পুলিশ এবং ২৫০ জন সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার পুলিশ। নগরপাল মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, বড়দিন এবং বর্ষবরণের জন্য পার্ক স্ট্রিট-সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শহরের সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে দিন ও রাতের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, সমস্ত ফোর্স ইউনিটকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শহর জুড়ে মোট ১৫টি ওয়াচ টাওয়ারের মধ্যে পার্ক স্ট্রিটে থাকবে ৫টি ওয়াচ টাওয়ার। নজরদারি চালাবে কুইক রেসপন্স টিম। থাকবে প্রায় ৪০টি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ। এ ছাড়াও থাকছে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, মহিলাদের নিরাপত্তায় উইনার্স টিম। প্রায় ৫০টি সিসিটিভিতে মোড়া থাকবে পার্ক স্ট্রিট এলাকা। চলবে ড্রোনের নজরদারিও।

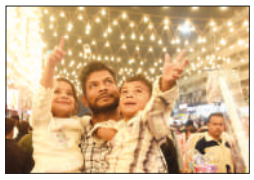

র‍্যাগিং আরজি করে, খুনের হুমকি

প্রতিবেদন : আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াকে র‍্যাগিং ও খুনের হুমকি। মা-বাবাকেও গালাগালি। রাজর্ষি মুখোপাধ্যায় ও সাগ্নিক পাল র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ জানান ৪ পড়ুয়া অর্কজ্যোতি রায়, উৎসব মুখোপাধ্যায়, সৌভিক পাত্র ও হীরক মাহাতোর বিরুদ্ধে। বাড়ি ফেরার পথে দুই ডাক্তারি পড়ুয়াকে এই ৪ জন তাড়া করে খুনের হুমকি দেয়।

পরমব্রত ও পিয়া চক্রবর্তীর পুত্র নিষাদের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার টলি ক্লাবে।

চলবে পুলিশি তদন্ত

(প্রথম পাতার পর)

বেসরকারি সংস্থাটি ৬ নভেম্বর আবেদন করে এবং ৭ নভেম্বর রাজ্য জানায় অনুষ্ঠানের দিন ১৩ ডিসেম্বর। ঘটনা হল, এরপর আয়োজকদের কাছ থেকে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু লিখিত কিছুই দেওয়া হয়নি। মৌখিকভাবে জানানো হয়। মেসিকে জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দিয়েছিল কেন্দ্র। ফলে নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল না রাজ্যের। মেসির সঙ্গে ক'জন সিআইএসএফ আধিকারিক থাকবেন সেটাও রাজ্যকে জানানো হয়নি। এমনকী রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কীভাবে সমন্বয়সাধন করা হবে তা সিআইএসএফ জানায়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মেসির সঙ্গে মাঠে প্রচুর মানুষকে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে সমস্যা শুরু। কল্যাণ তথ্য দিয়ে জানান, অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশের কাছ থেকে ৪০০টি পাস চেয়েছিল শতদ্রুর টিম। সেটা দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ২৭টি ক্লোজ প্রক্সিমিটি পাস। অর্থাৎ মাঠের মধ্যে যাদের দেখা গিয়েছিল তারা যে শতদ্রুর দেওয়া পাস নিয়েই মাঠে ঢুকেছিল, তা স্পষ্ট করে দেন কল্যাণ। কল্যাণ আরও বলেন, মাঠে জলের বোতল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পুলিশ দেয়নি। তা সত্ত্বেও জলের বোতল ঢুকেছিল। তার দায় শতদ্রুর টিমের। কল্যাণ বলেন, মাঠে যা ঘটেছিল তা দুর্ভাগ্যজনক। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছেন। আরও কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী এই ভূমিকা দেখাতে পারেননি। রাজ্য ডিজি-সহ একাধিক পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে। তদন্তকারী দল তৈরি করে ঘটনার অনুসন্ধান শুরু করেছে। কল্যাণের সওয়ালের পর ১৭ পাতার রায়ে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তদন্ত চলছে। আপাতত তা প্রাথমিক পর্যায়। এই অবস্থায় সিবিআই তদন্তের প্রশ্ন ওঠে না। পুলিশি তদন্তের উপর হস্তক্ষেপ করছে না আদালত। ১৬ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। কল্যাণ জানিয়েছেন, যেহেতু আয়োজক ছিল বেসরকারি সংস্থা, তাই টিকিটের দাম ফেরত দিতে হলে তাদেরই দেওয়া উচিত।

বাঘের সঙ্গে লড়াই, শঙ্কাজনক

প্রতিবেদন : সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে ছোট মোল্লাখালি পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শ্যামাপদ শীল। গত মঙ্গলবার দুই প্রতিবেশীকে নিয়ে সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে যায়। এই সময় জঙ্গল থেকে হঠাৎই বাঘ বেরিয়ে এসে বাগনা ফরেস্টের কাছে হামলা চালায়। শ্যামাপদ বাঁচতে পাল্টা লড়াই চালান। সঙ্গীরা গাছের ডাল ভেঙে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। আশঙ্কাজনক শ্যামাপদকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়।

শীতের রাতে অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে মৃত একই পরিবারের চার সদস্য

সংবাদদাতা, হাওড়া : শীতের রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হাওড়ার আমতার জয়পুরের একটি বাড়িতে ভয়াবহ আগুনে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হল একই পরিবারের ৪ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। কীভাবে ঘরে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ৪ জনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হাওড়ার আমতার জয়পুর থানার ঝামটিয়া অঞ্চলের সাউড়িয়া গ্রামের ওই বাড়িতে রবিবার গভীর রাতে আচমকা আগুন লাগে। ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে যান একই পরিবারের ৪ জন। মৃতদের নাম ভারু দলুই (৮০), দুধকুমার দলুই (৪৫), রত্না দলুই (৩৫), শম্পা দলুই (১৫)।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে এলাকার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন স্থানীয় কিছু লোকজন। তাঁরাই প্রথমে দেখেন অ্যাসবেসটসের চালের ওই বাড়িটিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ওঁরাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তাপে তখনই অ্যাসবেসটসের চাল মাটির ওই বাড়িতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এর জেরে ঘরের ভেতর আগুনের মধ্যে ৪ জনই আটকে পড়েন। স্থানীয় ওই লোকজনেরা থানায় এবং দমকলে খবর দেন। পুলিশ ও দমকল কর্মীদের ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে আগুন লাগল, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে ঘটনার ফরেনসিক তদন্ত করা হচ্ছে ।

ফল বিক্রেতাকে কুপিয়ে খুন

প্রতিবেদন : দিনের আলোয় খাস কলকাতায় কুপিয়ে খুন। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল রাজাবাজার এলাকায়। পেশায় ফলবিক্রেতা নারকেলডাঙার বাসিন্দা ওই মৃত যুবকের নাম মেহবুব আলম (৪১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে নিজের দোকানেই অন্যান্য দিনের মতো ব্যস্ত ছিলেন তিনি। হঠাৎই এক যুবক তাঁর দোকানে আসে। এর কিছুক্ষণ পরেই দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এর পরেই ওই যুবক মেহবুবকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখান থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। মেহবুবকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীদেরও।

শতাধিক কর্মীর তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ : ৭২ ঘণ্টা আগেই সুন্দরবনে গদ্দারের মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তিনদিন না কাটতেই মোহভঙ্গ। তৃণমূলের জনসভায় যোগ দিলেন বিরোধী দলনেতার মিছিলে হাঁটা শতাধিক নেতা-কর্মী। সভা থেকে ২০২৬-এ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় জয়ের টার্গেট বেঁধে দেন জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বাজার সংলগ্ন মাঠে এদিন উপস্থিত ছিলেন বুরাহনুল মুকাদ্দিম, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, এটিএম আবদুল্লাহ রনি, শহীদুল্লাহ গাজি, আনন্দ সরকার, শহিদুল শেখ, তুষার মণ্ডল, সুরজিৎ বর্মন, অর্চনা মৃধা, সপ্তর্ষি বন্দোপাধ্যায় ও সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

উপকৃত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের সকলের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চলছে সেবাশ্রয়-২। উপকৃত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজের পর সোমবার থেকে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রেও শুরু হয়েছে ১৫টি সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির। এখনও পর্যন্ত সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উপকৃত মানুষের সংখ্যা ১,৩৯,৩৯৬ জন। এদিন বিষ্ণুপুরের স্বাস্থ্যশিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ১,৪৫৭ জন। মোট ৬৭২ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৬৯৮ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন মাত্র একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সেবাশ্রয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের অনুপ্রবেশের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের হবিবপুরে। সীমান্তবর্তী দাল্লা গ্রামে সন্দেহজনক ভাবে এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়দের খবর পেয়ে আটক করে পুলিশ

আমার বাংলা

23 December 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

জালনোট পাচারকাণ্ডে বিহার যোগ, ধৃত যুবক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: চুরি, ছিনতাই, পাচার একের পর এক ঘটনা। প্রত্যেকটিতেই বিহার যোগ। এবার জালনোট পাচারকাণ্ডেও পাওয়া গেল বিহার যোগ। আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে লক্ষাধিক টাকার জাল নোটসহ এক পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার এনজেপি জিআরপি-র এসওজি টিম আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেসের (ডাউন) জেনারেল কামরায় হানা দেয়। কামাখ্যা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে যাওয়া এক যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম মহম্মদ একরাম আনোয়ার (২৭)। সে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হাসানপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে চারটি কালো প্যাকেটে মোড়ানো মোট ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকার জালনোট, একাধিক সিম কার্ড, দুটি ব্যাঙ্ক পাসবুক, একটি চেকবুক, দুটি এটিএম কার্ড এবং একটি মোবাইল। পুলিশের অনুমান, এই জালনোটের কারবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিহারের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এই চক্রের পেছনে আর কারা জড়িত আছে, খতিয়ে দেখছে এনজেপি জিআরপি ও এসওজি টিম।

কেন গোপনীয়তা?

প্রতিবেদন: সীমান্ত থেকে পাচারকারীদের হাতে অপহৃত বিএসএফ জওয়ান। রবিবার ভোরে মেখলিগঞ্জের ঘটনা। বিএসএফ-এর ১৭৪ ব্যাটালিয়নের অর্জুন ক্যাম্পে কর্মরত ওই কনস্টেবল বেদ প্রকাশকে জোর করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায় পাচারকারীরা। পরে ওই পাচারকারীরাই জওয়ানকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-র হাতে তুলে দেয়! এই ঘটনায় রবিবার আলোড়ন পড়ে যায় সর্বত্র। সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও ওই জওয়ানের খবর নিয়ে মুখ খোলেনি বিএসএফ। বরং জানানো হয়েছে এমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন উঠছে, কেন এত গোপনীয়তা? কেন স্পষ্ট করে কিছু জানানো হচ্ছে না বিএসএফের তরফে। গত বছর সেপ্টেম্বরে নদিয়ায় যখন একই ঘটনা ঘটেছিল তখনও অনেক চেষ্টার পর ফেরানো হয় জওয়ানকে। এবারও ঠিক কী ঘটনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

খসড়ায় মৃত, জীবিত ভোটারকে উত্তরীয় পরিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই এসআইআর। এরপর তাড়াহুড়ো করে খসড়া প্রকাশ। আর তাতেই একর পর এক ভুল। বহু জীবিত ভোটার-কে মৃত করা হয়েছে তালিকায়। এবার ঘটনাস্থল আলিপুরদুয়ার। জীবিত ভোটারের নাম মৃতের তালিকায়। এই ভুলের বিরুদ্ধে অভিনব উপায়ে প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল। কালচিনির বাসিন্দা ওই ভোটার আমস ঈশ্বরারীর বাড়ি গিয়ে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানালেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ জানিয়েছেন, কালচিনি বিধানসভার ১১/২০০ অংশে আমস ঈশ্বরারী নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়ম মেনেই এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন বিএওকে। অথচ যখন খসড়া তালিকা প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল তাঁকে মৃত ভোটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রবিবার ঘটনার কথা জানাজানি হয়। এরপর

আমস ঈশ্বরারীকে উত্তরীয় পরাচ্ছেন সৌরভ চক্রবর্তী।

কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রামে যান সৌরভ। সেখানে গিয়ে গিয়ে এই জীবিত ভোটার আমস ঈশ্বরারীকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনাও দেন। সৌরভের কাছে এই খবর শুনতেই হতবাক হয়ে যান খসড়া তালিকায় মৃত ভোটার এরপর তার রিসিভ করা এনুমারেশন ফর্ম দেখান সবাইকে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ সৌরভ চক্রবর্তীর অভিযোগ, এই ভাবে নির্বাচন কমিশন জীবিত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে, মৃত ভোটার হিসেবে উল্লেখ করে নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। শুধুমাত্র আমস ঈশ্বরারী নয়, এই বুথে মোট ৪ জনকে মৃত ভোটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এই ভোটাররা জীবিত। স্বাভাবিক ভাবেই এসআইআর প্রক্রিয়ার পর এই খসড়া তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে। নির্বাচন কমিশনের অপেশাদারিত্বে উদ্বেগে রয়েছেন বহু ভোটার।

রাজ্যজুড়ে উন্নয়ন, কোচবিহারে নয়া রাস্তার সূচনা, খুশি বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। সোমবার কোচবিহার ১ ব্লকে শুরু হল নতুন রাস্তার কাজ। জানা গিয়েছে, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা অন্তর্গত কোচবিহার ১ পঞ্চায়েত সমিতির পুঁটিমারি ফুলেশ্বরীতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে ৫২৫০ মিটার রাস্তা কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, কোচবিহার মেডিক্যালে রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ বিশিষ্টজনেরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে এলাকার বাসিন্দাদের আরও সুবিধা হবে। উল্লেখ্য, কৃষকরা তাদের পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে ওই রাস্তায় বাড়তি সুবিধে পাবেন। এলাকার স্কুল পড়ুয়ারাও যাতায়াতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য পাবে। সব মিলিয়ে নতুন রাস্তার কাজের সূচনায় খুশি

রাস্তার সূচনায় উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

এলাকার বাসিন্দারা। অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অর্থানুকূল্যে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী অঞ্চলের খাপসারঘাট থেকে হাই মাদ্রাসা, খাদিজা নলধন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মালেকার চৌপথী হয়ে নমোহরি চৌপথী পর্যন্ত আরআইডিএফএর অন্তর্গত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৫২৫০ মিটার। আজ বিটুমিনের ওই পাকা রাস্তার নির্মাণের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

লাইনচ্যুত টয়ট্রেন ৫ জয় রাইড বাতিল

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: ফের প্রশ্নের মুখে রেল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। পর্যটন মরশুমে যাত্রীবোঝাই ট্রেনে দুর্ঘটনা। সোমবার দার্জিলিংয়ের ম্যারিভিলার কাছে বাঁক নিতে গিয়েই লাইনচ্যুত হয়ে যায় দুটি বগি। তখন ট্রেনে ৫৮ জন যাত্রী ছিলেন। তড়িঘড়ি তাঁরা নেমে পড়ায় কেউ আহত হননি। যাত্রীদের অভিযোগ, বহুক্ষণ ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকলেও কোনও সাহায্য মেলেনি। ট্রেনটি লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকে। এরফলে পরপর পাঁচটি জয় রাইড বাতিল হয়ে যায়। পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে জয় রাইডে ভ্রমণ করতে না পারায় ক্ষোভ উগরে দেন পর্যটকরা। বারে বারে টয়ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটছে রেলের অব্যবস্থার কারণে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

পর্যটকদের স্বাগত জানাতে তোড়জোড় রামশাই পিকনিক স্পটে

কনক অধিকারী ● জলপাইগুড়ি

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির শুরুতে দেখা যাবে উৎসবের ছবি ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই পিকনিক স্পটে। জলঢাকা নদীর তীরে অবস্থিত এই মনোরম পর্যটনকেন্দ্রটি শীত পড়লেই পরিণত হয় ভ্রমণ পিপাসুদের অন্যতম প্রিয় ঠিকানায়। প্রত্যেক বছর ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের পর্যটকদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ময়নাগুড়ি থেকে মাত্র ১৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত রামশাই, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বহুদিন ধরেই জনপ্রিয়। একদিকে জলদাপাড়া অরণ্যের ঘন সবুজে মোড়া বনভূমি, অন্যদিকে জলঢাকা নদীর বয়ে চলা স্বচ্ছ নীলজল দু'য়ের সমন্বয়ে এখানে তৈরি হয় এক স্বর্গীয় পরিবেশ। শীতের সকাল-বিকেলে নদীর ধারে বসে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করতে বছরের এই সময়টিতেই সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যায়। রামশাই ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ মেদলা ওয়াট টাওয়ার। এখান থেকে জলদাপাড়ার গভীর অরণ্য, সবুজের অসীম বিস্তার আর বন্যপ্রাণীর চলাফেরা সরাসরি চোখে পড়ে। যেমন একশৃঙ্গ গন্ডার, হাতি বাইসন, ঘোড়া, ময়ূর সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। প্রকৃতিপ্রেমী, বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষক এবং ফটোগ্রাফারদের কাছে তাই এই জায়গাটি বিশেষ পছন্দের। শীতের মরশুমে নদীর ধারে দেদার পিকনিক, আনন্দ, আড্ডা আর প্রকৃতি-পাগল মানুষের ভিড়ে রামশাই যেন এক উৎসবকেন্দ্র। পর্যটন ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত বহু মানুষের মুখে এই সময়ে হাসি ফোটে। সব মিলিয়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে রামশাই হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের অন্যতম সুন্দর ও জীবন্ত পিকনিক স্পট।

আমার বাংলা
23 December, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে বাঁকুড়ায় আতঙ্ক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে ফের বাঘের আতঙ্ক বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে। বন দফতরের তরফে পায়ের ছাপের মাপ ও ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। ঠিক এক বছর আগে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে এসে ধরা পড়েছিল ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাঘিনি জিনাত। তারপর একাধিকবার জঙ্গলমহলে বাঘ ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটে। রবিবার বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের বন দুবরাজপুরের পর এবার অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ মিলল ওই ব্লকেরই বিক্রমপুরে। স্থানীয়দের দাবি, ওই ছাপ বাঘেরই। বন দফতর ছাপের মাপ ও ছবি পরীক্ষার জন্য পাঠাচ্ছে। যদিও বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, বাঘ নয় ওই পায়ের ছাপগুলি আসলে বাঘরোল জাতীয় জন্তুর। গত বছর নভেম্বরে ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় বাঘিনি। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে ঝাড়খণ্ড হয়ে হাজির হয় এ রাজ্যে। তারপর দীর্ঘদিন ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাকে ধরতে বিস্তর চেষ্টা চালায় বন দফতর। বনকর্মীদের ঘোল খাইয়ে শেষে বাঘিনি হাজির হয় বাঁকুড়ার জঙ্গলে। গত বছর ২৯ ডিসেম্বরে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু হয়ে ধরা দেয়। এরপর চলতি বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতেও একাধিকবার বাঘ এসে পড়ার ঘটনা ঘটে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের সীমান্তবর্তী জঙ্গল এলাকায়। ফের জঙ্গলমহলে বাঘের আতঙ্ক তৈরি হল।

বিধানসভায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অধ্যক্ষ।

নিখোঁজ সাংসদ!

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামের দাউদপুর, ভেকুটিয়া, সামসাবাদ-সহ বিভিন্ন এলাকায় কে বা কারা চতুর্দিকে পোস্টারে ভরিয়ে দিয়েছে, তাতে লেখা 'সন্ধান চাই। নিখোঁজ অভিজিৎ গাঙ্গুলি, এমপিকে দেখেছেন?' একদা বিচারপতি এখন বিজেপি সাংসদ! ২০২৪-এ তমলুক থেকে লড়েন। কিন্তু এলাকায় তাঁর টিকি মেলে না। তাই নিখোঁজ পোস্টার পড়ল। তাতে আরও লেখা, 'কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পাইলে নন্দীগ্রামের জনগণের সহিত যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।' সোমবার সকাল থেকে নন্দীগ্রামে এই পোস্টার দেখা যায়। এর মূলে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে জানিয়েছেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল নেতা সামসুল ইসলাম।

দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে ৬৩ লক্ষ টাকায় আড়াই কিমি পাকা রাস্তা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের পাটশাওড়া ও আশপাশের এলাকার মানুষজনের জন্য সুখবর। তাঁদের জন্য তৈরি হচ্ছে পাকা রাস্তা। সোমবার ইছাপুর পঞ্চায়েতের পাটশাওড়া গ্রামে বনশোল মোড় থেকে পাটশাওড়া পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার নতুন ঢালাই রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস হল। রাজ্য সরকারের 'পথশ্রী' প্রকল্পে এই রাস্তা তৈরিতে বরাদ্দ হয়েছে ৬৩ লক্ষ টাকা। সোমবার দুপুর দুটোয় পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শিলান্যাস করেন। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর-ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ সৌমণ্ডল ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা রাস্তার কারণে সমস্যায় পড়তেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নতুন পাকা রাস্তা হলে পাটশাওড়া ও আশপাশের এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন বলে জানান বিধায়ক। স্থানীয়রাও রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হতে চলায় খুব খুশি। তাঁরা জানালেন, এবার আর বিশেষ করে বর্ষাকালে আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।

রাস্তার কাজের উদ্বোধনে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কল্যাণ সৌমণ্ডল, সুজিত মুখোপাধ্যায়।

গড়বেতায় পথশ্রী প্রকল্পে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু

রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধনে উত্তরা সিং হাজরা প্রমুখ।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রাজ্য সরকারের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আজ গড়বেতা ২ নং ব্লকের জগাড়ডাঙা অঞ্চলের শিরোমণিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আদিবাসী পাড়া পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণ কাজের (পথশ্রী-৪র্থ) শুভ উদ্বোধন হল। একই সঙ্গে পথশ্রী (৪র্থ)-র সুসজ্জিত ট্যাবলোর পথচলা শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা বিধানসভার বিধায়িকা উত্তরা সিং হাজরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে, অঞ্চলপ্রধান গণেশ দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী বরেন্দ্রনাথ মণ্ডল-সহ অন্য নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষজন যাঁরা এই রাস্তা নির্মাণে উপকৃত হবেন।

বিপণির দরজা ও ক্যাশবাক্স ভেঙে রাতবিরেতে ডাকাতি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলায় সমবায় বিপণির দরজার তালা ভেঙে ক্যাশবাক্স খুলে টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। জেলা প্রশাসনিক দফতর থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলায় এই সমবায় বিপণি। এখনও ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। সিসি ক্যামেরার ছবি দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ।

বিপণিতে ভাঙা ক্যাশবাক্স।

অন্য দিনের মতো শনিবার রাতে বিপণি বন্ধ করে বাড়ি চলে যান কর্মীরা। গতকাল রবিবার থাকায় বিপণি বন্ধ ছিল। গতকাল গভীর রাতে আচমকাই তিন-চারজনের একটি দুষ্কৃতীদল বিপণির উপরের তলায় একের পর এক তিনটি দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, শাবল ও লোহার রড দিয়ে ক্যাশবাক্স খুলে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। কর্মীদের দাবি, শনিবার ব্যবসার টাকার সবটাই ক্যাশবাক্সে ছিল। সবমিলিয়ে নগদ ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা ছিল বলে দাবি তাঁদের। সিসি ক্যামেরায় মোড়া ওই বিপণি। পাশাপাশি রয়েছে নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী। তার পরেও শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে শহরে।

রানিগঞ্জ ১৩০ সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : ১৩০টি সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলে রানিগঞ্জ শহর। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি, ও রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে কন্ট্রোল রুমের ফিতে কেটে উদ্বোধন পর্ব সারলেন। কিছুদিন আগেই বিধায়ক তহবিলে ৭০টি ক্যামেরা লাগানোর জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এরপরই প্রায় এক মাস ধরে রানিগঞ্জ শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে ও আইনশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশে এই

ক্যামেরা বসানো হল। পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য, এর ফলে রানিগঞ্জ শহর অনেকটাই নিরাপদ হবে, মহিলাদের সুরক্ষার দিকেও রাখা হবে বিশেষ নজর। এই সিসি ক্যামেরাগুলো লাগানোর জন্য রানিগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর বিকাশ দেওর ভূমিকাকে সাধুবাদ জানান। এ সকল ক্যামেরাগুলিকে নজরদারির জন্য বিশেষ মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। শুধু রানিগঞ্জ থানার মধ্যেই এই সিসিটিভি ফুটেজ সীমাবদ্ধ থাকবে না। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দফতরে ও নবান্নেও মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। কমিশনারের দাবি এর মাধ্যমে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। কর্মসূচিতে রানিগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর ছাড়াও ছিলেন ডিসিপি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস, বল্লভপুর ফাঁড়ির আইসি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির আইসি কর্তার সিং, ট্রাফিক পুলিশের ওসি অনন্ত রায় প্রমুখ।

আজ শুরু হচ্ছে বিষ্ণুপুর মেলা, শীত-উপভোগে পর্যটকের ঢল

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : শুরু হচ্ছে বিষ্ণুপুর মেলা। কনকনে ঠান্ডা উপভোগ করতে আর ঐতিহ্যবাহী শিল্পসংস্কৃতির মেলা দেখতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর জয়পুরে পর্যটেকর ঢল। হোটেলগুলিতে জায়গা নেই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর শহরের অদূরেই প্রকৃতির অপার সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে জয়পুরের দিগন্তবিস্তৃত বনানী। ইতিহাস আর প্রকৃতির সেই মিশেল দেখতে সারা বছরই বিষ্ণুপুর জয়পুর পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য। সঙ্গে বাড়তি পাওনা শীতের কনকনে ঠান্ডা। ডিসেম্বরের বড়দিনের আগেই এই এলাকার তাপমাত্রা নেমে এসেছে ১০ ডিগ্রিতে। সেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেই মঙ্গলবার থেকে বিষ্ণুপুরে শুরু হচ্ছে জাতীয় মেলার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতি মেলা— বিষ্ণুপুর মেলা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে পর্যটক এসে হাজির হয়েছেন বিষ্ণুপুর ও জয়পুরে। পর্যটকদের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা নেই হোটেলগুলিতে। ডিসেম্বরের শেষে বিষ্ণুপুর ও জয়পুর পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের এমন ভিড়ে হাসি চওড়া হয়েছে হোটেল মালিক থেকে শুরু করে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের। মেলাকে ঘিরে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, তাই সবাই খুশি। পর্যটকেরা মেলায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি উপরি হিসাবে তাঁরা ঐতিহ্য মন্দির ও বনাঞ্চলও ঘুরে দেখতে যাচ্ছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ক্যাম্পাসে উদযাপিত হল ২৩তম সাঁওতালি ভাষা দিবস। অনুষ্ঠানে সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং তার সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে স্মরণ করা হয়

আমার বাংলা

23 December, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

ধৃত দুই পরীক্ষার্থী

কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল পদের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে দুই পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করল কাটোয়া থানার পুলিশ। নাম সুতপা হালদার ও জাকির মণ্ডল। দাঁইহাট বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে ঢোকার সময় তল্লাশিতে সুতপার মোজার ভেতর থেকে একটি উত্তরপত্র মেলে। তাকে আটক করে কাটোয়া থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসে কাটোয়ার মুলটি গ্রামের জাকির মণ্ডলের নাম। জাকিরের সিট পড়েছিল পূর্বস্থলী বালিকা বিদ্যালয়ে। সুতপার দাবি, জাকিরই তাঁকে ওই উত্তরপত্রটি সরবরাহ করে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর ২ নং ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যাগুলির মাদপুর চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বারবাসী স্কুলমাঠে। উদ্বোধন বিধায়ক অজিত মাইতি। ছিলেন সনাতন বেরা, সাহেব দে প্রমুখ।

ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন

প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং হসপিটাল অডিটোরিয়াম হেল কলেজ অফ নার্সিংয়ে। ছিলেন জয়ন্ত ঘোষ, রাজেশ ঠাকুর, কাউন্সিলার সুপর্ণা দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার অনন্ত নন্দী, অনুপম সরকার, অনির্বাণ চাকী, অরিন্দম কেশ, স্নেহাংশু চট্টরাজ প্রমুখ।

বাইক চোর ধৃত

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ এক মোটরবাইক পাচারকারীসহ দুটি মোটরবাইক উদ্ধার করল। ধৃত যুবকের নাম মিঠুন মণ্ডল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া দুটি দামি মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করে পুলিশ জানার চেষ্টা করবে চুরি যাওয়া আর কোনও মোটরবাইক কোথাও লুকানো আছে কি না।

আবার স্বমহিমায় পৌষমেলা এবার পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব

সংবাদদাতা, বোলপুর : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৮২তম পৌষমেলা শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. প্রবীরকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের পরিবেশবান্ধব পৌষ মেলা পর্যটকদের উপহার দেওয়া হবে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা নিজেও ছন্দে পূর্বপল্লির মাঠে ফিরে আসায় পর্যটকরা খুশি। মেলাকে সফল করতে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, বোলপুর পুরসভা, বীরভূম জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল শেখ, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ভ্রমর ভান্ডির জানিয়েছেন, এবারের মেলায় প্রায় ২০০০ স্টল বসেছে। প্রায় পাঁচ হাজার লোকশিল্পী ছয়দিন শিল্প-সংস্কৃতি অনুষ্ঠান করবেন। পরিবেশ

আদালতের নির্দেশমতো শেষ দিন বাজি পোড়ানো থাকছে না। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, মেলায় আগত পর্যটক এবং মেলায় অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তার জন্য ২ হাজার পুলিশকর্মী থাকবে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে, ওয়াচ টাওয়ার হয়েছে, মেলার ভিড়ের মধ্যে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে। প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর জানিয়েছেন, আমরা খুশি ট্রাস্টের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী পূর্বপল্লির মাঠে পৌষমেলা আয়োজিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, পৌষমেলা কেবলমাত্র বীরভূম বা বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই করে নিয়েছে। আমরা শুধু সেই মেলার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করি।

কুয়াশায় ট্যুরিস্ট বাস দুর্ঘটনায়, আহত ১২ যাত্রী

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ঘন কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনার কবলে ট্যুরিস্ট বাস। ঘটনায় আহত ১২ জন। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার বওড়া এলাকায়। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা থেকে হুগলির কামারপুকুর যাচ্ছিল বাসটি। তখন চন্দ্রকোনা

থেকে রামজীবনপুরগামী রাজ্য সড়কের বওড়া এলাকায় ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় বাসটি দিকভ্রান্ত হয়ে জোরে ইলেকট্রিক খুঁটি ও ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটারে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২৫০ একর জমি পাবে জল

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিদ্রাপাট মৌজায় প্রায় ২৫০ একর চাষের জমিতে জল পাচ্ছিল না চাষিরা। এর কারণ ওই এলাকায় থাকা সেচ দফতরের রিভার পাম্পের প্রত্যেকটি মোটর চুরি হয়েছে। তাই কাঁসাই নদী থেকে চাষের জন্য জল বন্ধ। এই নিয়ে তাঁরা দশ দিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন বেরার দ্বারস্থ হন। তারপরেই সেচের জন্য ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি পাম্পের মোটর দেওয়া হয়। সোমবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নরেন্দ্রনাথ মুর্মু, উপপ্রধান চন্দন বেরা প্রমুখ। এতে খুশি চাষিরা।

খসড়ায় জীবিত হলেন মৃত

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছেন। এসআইআর শুরু হতে নিয়ম মেনে পূরণ করেছিলেন এনুমারেশন ফর্মও। কিন্তু খসড়া তালিকা বের হতেই দেখা গেল মৃতের তালিকায় বাঁকুড়া শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পাটপুরের বাসিন্দা আরতি সহিস। এই পরিস্থিতিতে আদৌ তিনি ভোট দিতে পারবেন কি না বা রেশন ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা অব্যাহত থাকবে কি না তা নিয়ে চরম উদ্বেগে দিন কাটছে পরিবারের। বছর ৫৮-র আরতির পরিবারে সব মিলিয়ে ছয়জন ভোটার। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর আরতি দেখেন পরিবারের বাকিদের নাম থাকলেও তাঁর নাম নেই। এরপর মৃতদের তালিকা নিজের নাম দেখতে পান। জলজ্যান্ত আরতি কীভাবে মৃতদের তালিকায় ঢুকলেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তৃণমূলের দাবি সব দায় নির্বাচন কমিশনের। এভাবে ভুয়ো ভোটারের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতেই কমিশন জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের।

পূরণ করা ফর্ম হাতে আরতি সহিস।

গোপীবল্লভপুরে উন্নয়নের পাঁচালি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রাজ্যের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে শুরু হল 'উন্নয়নের পাঁচালি' শীর্ষক মাইক-প্রচার। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের কুলিয়ানা-৪ নম্বর অঞ্চলের রান্টুয়াবাজার এলাকা থেকে প্রচারের সূচনা হয়। কর্মসূচি আগামী দিনে গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের প্রতিটি অঞ্চল ও গ্রাম চলবে।

অলচিকির শতবর্ষ, সাঁওতাল পরগনা দিবস উদযাপন হুড়ায়

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অলচিকি লিপির শতবর্ষপূর্তি, সাঁওতালি ভাষা বিজয়দিবস ও সাঁওতাল পরগনা স্বাধীন দিবস উদযাপন হল হুড়ায়। সোমবার ভারত জাকাত মাঝি পরগানা মহল, পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে পুরুলিয়ার হুড়া লালপুর থেকে একটি মহামিছিল বেরোয়। মিছিল থেকে সাঁওতালি ভাষার প্রসার ঘটাতে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে সাঁওতালি শিক্ষক ও পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগের দাবি করা হয়। পাশাপাশি এসপিটি, সিএনটি আইন-সহ জলজঙ্গল রক্ষার দাবি তোলা হয়। এই মিছিল হুড়া ব্লকের কেন্দবনার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মিনি স্টেডিয়াম মাঠে শেষ হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অলচিকি লিপির রচয়িতা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, সাঁওতাল বিদ্রোহর

আদিবাসী নেতাদের বরণ করা হচ্ছে অনুষ্ঠান মঞ্চে।

নেতা কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু, কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর প্রতিকৃতিতে মালদান করে আদিবাসী সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আয়োজক জেলা পরগানা নেতা রতনলাল হাঁসদা বলেন, সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে সাঁওতালি ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। পাশাপাশি ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের সাফল্যের ফলস্বরূপ আদিবাসী সমাজ ব্রিটিশ শাসনের কাছ থেকে সাঁওতাল পরগনা নামে একটি স্বতন্ত্র মাতৃভূমি অর্জন করে। একই সঙ্গে চলতি বছরে সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব অলচিকি লিপির শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। এই তিন ঐতিহাসিক অর্জনকে সামনে রেখেই এই বিশেষ উদযাপনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পরগানা রতনলাল হাঁসদা, আদিবাসী নেতা রাজেন টুডু, পিন্টু দে, বিভাসচন্দ্র হেমব্রম, বাবুনাথ টুডু প্রমুখ।

১০
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

23 December, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে বড়কোকড়া স্পট

পরিবেশ রক্ষায় রাজ্যের পদক্ষেপ
বাহারাইল ফরেস্টে বন্ধ পিকনিক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: পরিবেশ রক্ষায় বড় পদক্ষেপ রাজ্যের। বাহারাইল ফরেস্টে পিকনিক নিষিদ্ধ, বিকল্প হিসেবে সেজে উঠছে বড়কোকড়া। শীতের মরশুম মানেই বনভোজনের আনন্দ। বড়দিন আর ইংরেজি নববর্ষের আগে পরে উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হেমতাবাদের বাহারাইল ফরেস্টে প্রতি বছরই ভিড় জমান জেলা ও জেলার বাইরের অগণিত মানুষ। তবে এবারের চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। বাহারাইল ফরেস্টের সবুজায়নকে রক্ষা করতে এবং নবনির্মিত গাছপালার সুরক্ষায় সেখানে বনভোজন নিষিদ্ধ করল রায়গঞ্জ বনবিভাগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্যজুড়ে যে সবুজায়নের জোয়ার এসেছে, তাকে আরও ত্বরান্বিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাহারাইল ফরেস্টে সম্প্রতি প্রচুর নতুন চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। বনভোজনের ফলে

বন দফতরের তরফে দেওয়া হয়েছে নোটিশ।

যাতে এই গাছগুলোর কোনও ক্ষতি না হয় এবং বনের বাস্তুতন্ত্র বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যেই রায়গঞ্জ বনবিভাগের তরফে এলাকাটিতে ব্যানার ও পোস্টার লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। পর্যটকদের জন্য নতুন উপহার সাধারণ মানুষের বিনোদনের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সক্রিয়তায় তৈরি হয়েছে এক নতুন পিকনিক স্পট। বাহারাইল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালন ক্যাম্পের পাশে 'বড়কোকড়া' নামক একটি জায়গা এখন পর্যটকদের জন্য প্রস্তুত। পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত আলোর সুব্যবস্থা, বনভোজনের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম আধুনিক সুবিধা থাকছে এখানে। হেমতাবাদ গ্রামপঞ্চায়েতের সঞ্চালক আশরাফুল আলি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সবুজায়ন রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বাহারাইল ফরেস্টকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতে বনভোজনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হন, তাই নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বড়কোকড়ায় সবরকম সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রয়াত প্রধানের স্মরণসভা

শ্রদ্ধা নিবেদনে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল-সহ অন্যরা।

প্রতিবেদন : জয়নগরের হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রয়াত প্রবীর সরদারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণসভার আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার এই স্মরণসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক প্রমুখ। গত মাসের ১৬ তারিখে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে পরলোকগম করেন প্রবীর সরদার। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনি হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি ছাত্র পড়িয়ে সংসার চালাতেন। বসবাস করতেন নড়বড়ে একচালার অ্যাসবেস্টসের ছাউনি ঘরে। প্রধান থাকলেও বদল হয়নি তাঁর সেই জীবনযাপন। সাংসদ বলেন, প্রবীর আমাদের দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ একজন ব্যক্তি। অকালে আমরা হারালাম তৃণমূলের একনিষ্ঠ এই কর্মীকে। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। দল তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে। এদিন হরিনারায়ণপুর চৌরাস্তার মোড় সংলগ্ন সাংসদের জনসংযোগ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যরাও।

দেহ উদ্ধার, ধৃত ২ নাবালক

সংবাদদাতা, হাওড়া: বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার এক মাঝ বয়সী ব্যক্তির দেহ। গ্রেফতার ২ নাবালক। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার সালকিয়ায় কৈবর্ত পাড়ায়। পুলিশ জানায়, নিহতের নাম দেবব্রত পাল(৪৯)। সোমবার সকালে ওই ফ্ল্যাটের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। ফ্ল্যাটের অন্যান্য আবাসিকরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ বন্ধ ফ্ল্যাটের মধ্য থেকে প্রচণ্ড চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রতিবেশীরা দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতরের সবকিছু শান্ত হয়ে যায়। এরপরেই মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দরজা খুলে দেবব্রত পালের মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বছর পাঁচেক আগে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। এরপর তিনি মা এবং নিজের মেয়েকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন। রবিবার রাতে বৃদ্ধা মা এবং মেয়ে অন্য জায়গায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাতে এক আত্মীয় ফ্ল্যাটে ছিলেন। ভোরে ওই আত্মীয় ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যান। তাকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

শিলিগুড়িতে শুরু হস্তশিল্প মেলা

উদ্বোধনে চন্দ্রনাথ সিনহা, গৌতম দেব, মণীশ মিশ্র, রঞ্জন সরকার।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: প্রায় সাড়ে ৬০০ জন শিল্পীর হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে শিলিগুড়িতে শুরু হল উত্তরবঙ্গের বৃহৎ হস্তশিল্প মেলা। কাউয়াখালি বিশ্ববাংলা শিল্পীহাটে এই মেলা চলবে আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতি বছর শীতের সময় শিল্পীদের সারা বছরের শিল্প কর্ম নিয়ে আসা হয় এই মেলাতে। যেখানে গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকেই শিল্পীরা আসেন। তাঁরা তাঁদের তৈরি নানা রকম শিল্পকর্ম যেমন, কাঠ, বাঁশ, পাট, বেত, কাগজ, কাঁচ, সুতা, মাটি-সহ নানা ধাতব জিনিস দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে হাজির হন। সোমবার এই মেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। ছিলেন দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডে, ডিরেক্টর ইউ স্বরূপ প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণীশ মিশ্র, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শ্যামা পারভিন, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। গত বছর এই মেলায় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার বিক্রি হয়েছিল। এ বছর আরও বিক্রি বাড়বে বলে আশাবাদী মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

এসআইআরের শুনানি

প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রতিনিধি দল। নির্বাচন কমিশনের অন্দরমহলের খবর, চলতি এসআইআর পর্বে যে কাজ চলছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখাই এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার নজরুল মঞ্চে মাইক্রো অবজারভারদের যে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানেও উপস্থিত থাকবেন এস বি যোশী ও অভিনব আগরওয়াল।

বাবা-ছেলে খুনে দোষী সাব্যস্ত ১৩

(প্রথম পাতার পর)

যাতে মামলার গতি পায়। মামলায় থাকা সমস্ত সাক্ষী, ফরেনসিক রিপোর্ট, পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানায়। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন আদালতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য উঠে আসে, যা মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার রায়দান পর্বে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস খুন মামলায় মোট ১৩ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। এদিন এই মামলার রায় ঘোষণা হলেও আজ, মঙ্গলবার সাজা সংক্রান্ত চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, এদিন রায় ঘোষণার সময় আদালত চত্বরে নেওয়া হয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আদালত চত্বর ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ প্রশাসন ছিল তৎপর। অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করানোর সময়ও বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রায় ঘোষণার পর নিহতদের পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছে। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ছিলেন। আদালতের এই রায়ে তাঁদের সেই অপেক্ষার অবসান হল বলে জানান তাঁরা। যদিও সাজা কী হবে, তা নিয়ে তাঁদের কৌতূহল এখনও রয়েছে।

অভিষেক বৈঠক করবেন রাজ্য জুড়ে

(প্রথম পাতার পর)

তুলে ধরেন বৈঠকে। সংশ্লিষ্টদের সতর্কবার্তাও দেন। আগামী দিনে বিএলএ-২'এর কাজ অনেক কঠিন হতে চলেছে। সঙ্গে দলের বাকিদেরও প্রভূত দায়িত্ব থাকবে। ফলে এবার বৈঠক করে বিশেষ পথনির্দেশ দেবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

গরুমারায় সাফারিতে বিরল দৃশ্য, দেখা মিলল লেপার্ডের

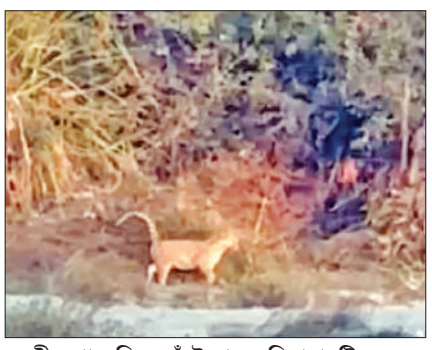

নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে চিতাবাঘটি।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মূর্তি নদীর পাড় ধরে হেঁটে যেতে দেখা যায় চিতাবাঘ। জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে একেবারে মেদলা ওয়াচ টাওয়ার থেকে প্রায় মিনিট খানেক ধরে চিতাবাঘ চাক্ষুষ করেন পর্যটকরা। এতে খুশি পর্যটকরা। এই সাফারিতে সচরাচর চিতাবাঘ দেখা যায় না। কিন্তু আজ বিকেলে খুব ভালভাবে পর্যটকরা চিতাবাঘের দর্শন পেয়েছেন। কলকাতা, মুর্শিদাবাদ-সহ বিভিন্ন জায়গার অন্তত ৩০ জন পর্যটক ছিলেন ওয়াচ টাওয়ারে। মূর্তি নদীর ধার ধরে চিতাবাঘের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য তাঁরা মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করেছেন। বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যে সাফারি হয়ে থাকে, তাতেই মেদলায় চিতাবাঘের দর্শন মেলে।

জানা গিয়েছে, এদিন সাফারির সময় হঠাৎই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি লেপার্ড। একেবারে খোশমেজাজে মূর্তি নদীর পাড় ধরে হেঁটে যেতে দেখা যায় তাকে। মেদলা ওয়াচ টাওয়ার থেকে প্রায় মিনিটখানেক ধরে স্পষ্টভাবে লেপার্ডটিকে দেখতে পান পর্যটকরা। সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করেন অনেকেই। ওয়াচ টাওয়ারে তখন কলকাতা, মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অন্তত ত্রিশজন পর্যটক উপস্থিত ছিলেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভিসা সংক্রান্ত সব কাজকর্ম আপাতত স্থগিত। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতায় চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে ভিসার কাজকর্ম ইতিমধ্যেই স্থগিত রেখেছে ভারতীয় উপদূতাবাস। এবার দিল্লিতে একই সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ

দিল্লি দরবার

23 December 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

কেন্দ্রের তথ্যে বিশ্বাস নেই স্বজনদের

ইউক্রেন যুদ্ধে মৃত্যু ২৬ ভারতীয়র, নিখোঁজ ৭ সংসদে স্বীকার প্রতিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি : ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে ২৬ জন ভারতীয়কে। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৭ জনের। এবং আটকে রয়েছেন ৫০ জন ভারতীয়। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেলের প্রশ্নের জবাবে একথা স্বীকার করেছে কেন্দ্র। একবছরেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ায় সদ্য শেষ হওয়া শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন সাকেত। প্রশ্ন তোলেন সাংসদ রণদীপ সুরজেওয়ালাও। তারই উত্তরে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং জানান, সবসুদ্ধু ২০২ জন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয়েছিল রুশ সেনাবাহিনীতে। দেশে ফেরানো সম্ভব হয়েছে ১১৯ জনকে। মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। যে ৫০ জন আটকে রয়েছেন, তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

সোচ্চার তৃণমূল

তবে এই পরিসংখ্যানে আশ্বস্ত হতে পারছেন না সেই পরিবারগুলো, যাঁরা দাবি করছেন যে তাঁদের স্বজনদের প্রতারণার মাধ্যমে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের কোনও খোঁজ মিলছে না। রাজ্যসভায় দেওয়া এই তথ্যের বিষয়ে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ আরও ভয়াবহ। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চলতি বছর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের রাশিয়া সফরের পরও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি বলে তাঁদের দাবি। পরিবারগুলোর অভিযোগ, রাশিয়ার পক্ষ থেকে ১৩ জন নিখোঁজ ভারতীয়কে ইতিমধ্যেই 'মৃত' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যদিও ভারত সরকার এখনও অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে তা নিশ্চিত করেনি। সরকারিভাবে ১০ জনের মরদেহ দেশে ফেরানো এবং ২ জনের স্থানীয়ভাবে শেষকৃত্যের কথা বলা হলেও, ১৮ জন নিহতের ডিএনএ নমুনা পাঠানো হয়েছে পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য। অনেক পরিবার দাবি করছে, তাঁদের সন্তানদের 'বাংলাদেশি' বা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ভয় দেখিয়ে জোর করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। চাকরির নামে প্রতারণা হয়েছিল।

দিল্লি হবে বিশ্বের দূষণ-রাজধানী, বিপন্ন হবে ৪ রাজ্য

সুপ্রিম রায়ে সংজ্ঞা বদল আরাবল্লির আন্দোলনে নামলেন পরিবেশকর্মীরা

নয়াদিল্লি : আরাবল্লির সংজ্ঞা বদলে গভীর সংশয়ে পরিবেশবিদরা। আশঙ্কা, শীর্ষ আদালতের রায়ে বিপন্ন হতে পারে আরাবল্লি পর্বতাঞ্চল। দূষণের বিভীষিকা থেকে বাঁচানো যাবে না রাজধানী দিল্লিকেও। মরুভূমি হয়ে যাবে দিল্লি-এনসিআর। সুপ্রিম রায়ের পরেই আন্দোলন শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। হরিয়ানার ভিউয়ানির তোষম পাহাড়ে রবিবার একদিনের প্রতীকী অনশনও করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। কী বলেছে সুপ্রিম কোর্ট? কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের সুপারিশে গত ২০ নভেম্বর নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে আরাবল্লিকে। বলা হয়েছে, সমগ্র রেঞ্জের ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূখণ্ডকেই আরাবল্লি পর্বত হিসেবে গণ্য করা হবে। আরও স্পষ্টভাবে বললে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয়, ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১০০ মিটারের বেশি হলেই তাকে আরাবল্লি পাহাড়শ্রেণির অংশ বলা

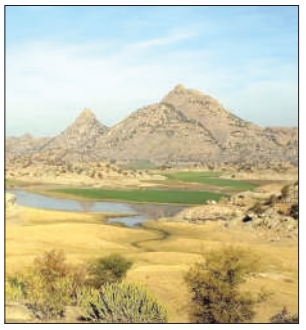

হবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রস্তাবিত সংজ্ঞাতেই সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

পরিবেশবিদদের আপত্তিটা এখানেই। কেন?

পরিবেশপ্রেমীদের আশঙ্কা, এই নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে এতদিন পর্যন্ত যে পাহাড়গুলোকে আরাবল্লি বলা হত, তার বেশিরভাগকেই আর পাহাড় বলা যাবে না। খুব সহজেই সেখানে চালানো যাবে খননের কাজ। শুধু তাই নয়, অবাধে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলে সর্বনাশ ডেকে আনা হবে পরিবেশের। লক্ষণীয়, আরাবল্লির বিস্তার ভারতের ৪টি রাজ্যে— দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং গুজরাতে। সবমিলিয়ে মোট ৩৯টি জেলাজুড়ে রয়েছে আরাবল্লি। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় যেন আরাবল্লির মৃত্যুদণ্ড। আরাবল্লি বাঁচাও আন্দোলনকারীদের সংগঠন 'পিপল ফর আরাবল্লি'র প্রতিষ্ঠাতা নীলম আলুওয়ালিয়া খোলাখুলিই জানালেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁরা হতাশ। 'স্ট্যান্ড উইথ নেচার' মঞ্চের দাবি, ৬৯২ কিমি দীর্ঘ আরাবল্লি পাহাড়শ্রেণিকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত অঞ্চল ঘোষণা করতে হবে কেন্দ্রকে। বন্ধ করতে হবে সব ধরনের খননকাজ। এই মর্মে চিঠিও দেওয়া হয়েছে সরকারকে। যদিও কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রীর সাফাই, নতুন সংজ্ঞায় আরাবল্লির ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকা সংরক্ষিত থাকবে। সবমিলিয়ে যে ২১৭ কিমি এলাকায় খননকাজের অনুমতি দেওয়া হবে মোট আরাবল্লির মাত্র ২ শতাংশ। আরাবল্লির অস্থিরতা নিয়ে মুখ খুলেছে রাজনৈতিক মহলও। সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের মন্তব্য, দিল্লিকে বিশ্বের দূষণ-রাজধানীর অপবাদ থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র আরাবল্লি। তা নাহলে দিল্লি-এনসিআরের ওয়ার্ল্ড পলিউশন ক্যাপিটাল হওয়া কেউ রুখতে পারবে না।

মনরেগা প্রকল্পকে হত্যা করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে মহিলাদের অধিকার

নয়াদিল্লি: মনরেগা প্রকল্পকে হত্যা করে মোদি সরকার আসলে মহিলাদের রোজগারের অধিকারেই আঘাত করেছে। এই অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর কথায়, অনেক রাজ্যে ১০০ দিনের শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই ছিলেন মহিলা। উপার্জিত অর্থে গ্রামের মহিলারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াতেন, নতুন বই, জামাকাপড় কিনে দিতেন। মনরেগা প্রকল্পই প্রথম পুরুষ এবং মহিলা

ক্ষোভ ডেরেকের

শ্রমিকদের মধ্যে সমতা এনেছিল। কিন্তু নতুন বিলে মোদি সরকারের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শকে ধ্বংস করা হয়েছে। নতুন আইনে অবমাননা করা হয়েছে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। মনরেগা ছিল একটা অধিকার। মোদি সরকার সেটিকে 'গিফ্টে' পরিণত করে সরকারের দয়ার উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চাইছে শ্রমিকদের। ডেরেকের অভিযোগ, কৃষিমরশুমে কৃষক-শ্রমিকদের কাজের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে কেন্দ্র।

অল্পের জন্য রক্ষা

নয়াদিল্লি: অল্পের জন্যে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লি থেকে মুম্বইগামী এআই৮৮৭ উড়ান। সোমবার ভোর ৩টে ২০ মিনিটে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর থেকে আকাশে ওড়ার পরেই পাইলটদের চোখে পড়ে ডানদিকের ইঞ্জিনের তেলের পরিমাণ দ্রুত কমছে দেখে দ্রুত দিল্লিতেই জরুরি অবতরণ করানো হয় বোয়িং বিমানটিকে। প্রশ্ন উঠেছে, টেক অফের আগে কি পরীক্ষা হয়নি ইঞ্জিনের?

রামজি বিল নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোই

নয়াদিল্লি: জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গায়ের জোরে সংসদে পাশ করানো হয়েছে ভি বি রামজি বিল। তার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই এই বিলে সই করেছেন দেশের রাষ্ট্রপতি। এর পরেও স্বস্তিতে নেই বিজেপি। কারণ ইতিমধ্যেই এই অগণতান্ত্রিক গ্রামীণ রোজগার বিলকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুটতে শুরু করেছে বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য। এই রাজ্যগুলির বিজেপি নেতারা প্রশ্ন তুলছেন, যেখানে মনরেগা প্রকল্পে কোনওদিন প্রতি বছর ১০০ দিন গ্রামীণ রোজগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, সেখানে নতুন বিলে উল্লিখিত ১২৫ দিন কাজের গ্যারান্টি তাঁরা কী করে দেবেন ? বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে গত আর্থিক বছরগুলিতে প্রতি বছরে গড়ে ৫৫ দিনের বেশি কোথাও মনরেগা গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পে কাজ করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে এই বিষয় নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই অবস্থায় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যদি এখন ১২৫ দিন কাজের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রচার করা হয়, তাহলে জনতার রোষে পড়তে পারেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। নিজেদের এই আশঙ্কার কথা দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও জানিয়েছেন তাঁরা। এই ইস্যুতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মোদি-শাহর উদ্যোগে পাশ হওয়া ভি বি রামজি বিল নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

একইসঙ্গে বিজেপি শাসিত অসম, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান ও গুজরাতের মতো বড় রাজ্যগুলিতে প্রশ্ন উঠছে, নতুন আইনে কৃষি মরশুমে প্রতি বছর দু'মাস কাজ বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। এই শর্তটিকে শ্রমিক বিরোধী বলে মনে করছেন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির গেরুয়া নেতারাই। গ্রামীণ স্তরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি নেতা নেত্রীদের এই ক্ষোভের আঁচ পৌঁছে গিয়েছে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের শীর্ষস্তরে। এখন দল ও কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি।

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে পিটিয়ে খুন করল বাবা

কর্নাটক : এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে একজন বাবা! পরিবারের অসম্মতিতে ভিন জাতের ছেলেকে বিয়ে করে পালিয়ে যাওয়ায় রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ১৯ বছরের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে রড দিয়ে পিটিয়ে কুপিয়ে খুন করল বাবা। রবিবার রাতে ভয়াবহ এই ঘটনার সাক্ষী হল কর্নাটকের হুব্বাল্লি মহকুমার ইনামপুরভিল্লা গ্রাম। পুলিশ সূত্রে খবর সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা নিহত তরুণীর নাম মান্য প্যাটেল (১৯)। অন্য জাতের এক যুবককে বিয়ে করার ফলেই যুবতী খুন হন বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও চলতি বছরে মে মাসে বিবেকানন্দ দোদামানি নামে এক যুবককে বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের পরে

নিজেদের বাড়ি ছেড়ে হাভেরি জেলায় থাকলেও ডিসেম্বরের ৮ তারিখে দোদামানি স্ত্রীকে নিয়ে ইনামপুরভিল্লায় নিজের বাড়িতে ফেরেন।

বিবেকানন্দর বাড়িতে ফেরার খবর পেয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে চড়াও হয়ে মান্যর বাবা এবং তাঁর পরিবারের লোকজন লোহার রড এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে মান্যকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ। বিবেকানন্দর পরিবারের সদস্যরা মান্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাঁদেরও মারধর করা হয়। ধারওয়াদের পুলিশ সুপার গুঞ্জন আর্য জানিয়েছেন, গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হুব্বাল্লি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মান্যর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মান্যর বাবা বীরানগৌড়া প্যাটেল, প্রকাশ এবং অরুণ নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও কেউ এই ঘটনায় জড়িত আছে কি না সেটার তদন্ত করছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অশান্ত বাংলাদেশে প্রাণসংশয়ে ভুগছেন রাজনীতিকরা। দলমত নির্বিশেষে ১৫ জন রাজনীতিক আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স ও নিরাপত্তারক্ষী চেয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। এর মধ্যে আছেন জামাত-প্রধানও

ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানাল রাশিয়া

ঢাকা: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা দ্রুত কমানোর আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া। ঢাকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিন বলেছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। সোমবার ঢাকায় রাশিয়ান ফেডারেশনের দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, যত দ্রুত সম্ভব এই উত্তেজনা নিরসন করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে রাশিয়া কোনও

ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। খোজিন বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতির যাতে আরও অবনতি না ঘটে, সে-বিষয়েও তিনি সতর্ক করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচিকে স্বাগত জানিয়ে রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, রাশিয়া আশা করছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়েই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একইসঙ্গে তিনি নির্বাচনের আগে সেদেশে একটি শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানো প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে খোজিন জানান, এই বিষয়ে রাশিয়া নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর জন্য বর্তমানে সেদেশের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছে মস্কো।

হাদির পর এবার এনসিপি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

ঢাকা: ভোটমুখী বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। স্বচ্ছ নির্বাচনের পরিবেশ আছে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ। ওসমান হাদি হত্যার মূল অভিযুক্তকে এখনও ধরতে পারেনি বাংলাদেশের পুলিশ। তার মধ্যেই আবার এক নেতাকে গুলি। ওসমান হাদির পর এবার জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মহম্মদ মোতালেব শিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চলল। সূত্রের খবর, হাদির মতো মোতালেব শিকদারের মাথাতেও গুলি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ খুলনার সোনাডাঙ্গা এলাকার একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন মোতালেব শিকদার। তখনই তাঁকে গুলি করা হয়। বাংলাদেশের সাংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে খবর, এনসিপির খুলনার সংগঠক সাইফ নেওয়াজ জানিয়েছেন, মোতালেব শিকদার এনসিপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক ও খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক। কিছুদিনের মধ্যে খুলনায় দলের একটি বিভাগীয় শ্রমিক সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। সেটা নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন। দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ১২ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করা হয়। প্রথমে বাংলাদেশের হাসপাতালে, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে লাগামছাড়া তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ চলে বাংলাদেশে। আক্রমণ চলে মিডিয়ার উপর। বিক্ষোভ, ভাঙচুর, হামলা চলে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম-সহ একাধিক জায়গায়। সেই আবহে এবার গুলি এনসিপি নেতাকে।

দেশে ফিরে ভোটে লড়ার প্রস্তুতি শুরু করবেন খালেদাপুত্র তারেক

ঢাকা: ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরার কথা বিএনপির শীর্ষনেতা তারেক রহমানের। দেশে ফিরেই ভোটার তালিকায় নিজের নাম ওঠানোর আবেদন করবেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তথা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। সোমবার বিকেলে ঢাকার আগারগাঁওতে নির্বাচন ভবনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকের পর এই খবর জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ২৫ ডিসেম্বর আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশে ফিরছেন। ২৭ ডিসেম্বর তিনি ভোটার তালিকায় নিজের নাম ওঠানোর জন্য পদক্ষেপ করবেন।

হাসিনা জমানার মামলায় আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল তারেক রহমানের বিরুদ্ধে। গত ১৭ বছর ধরে লন্ডনে রয়েছেন তিনি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জমানায় গ্রেফতার হন তারেক। ২০০৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে ব্রিটেনে চলে গিয়েছিলেন। এর পর থেকে তিনি সেই দেশেই রয়েছেন। ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় গ্রেনেড হামলা, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি-সহ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মামলা থেকে তারেককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশে ফিরলে গ্রেফতার হওয়ার ঝুঁকি আপাতত নেই তাঁর। সম্প্রতি জুলাই আন্দোলনের অন্যতম নেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। সেই আবহেই ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন খালেদাপুত্র তারেক রহমান।

বাংলায় জিতব, তারপর দিল্লি

(প্রথম পাতার পর)

কমিশনের ম্যাপিংটাই ভুল। এসআইআর আপনাদের গ্রেট ব্লান্ডার। এসআইআরের খসড়া-তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকায় কাদের নাম উঠল না, তা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়ার জন্য দলকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনডোরের সভায় দলীয় নেতা-কর্মীদের বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর কথায়, এখন আনন্দ-উৎসব নয়, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে হবে। স্পষ্ট করে বলেন, এবার পিকনিক-ফিকনিক হবে না। পিকনিক একেবারে ২০২৬-এর জয়ের পর হবে। এদিন মোট ৪০টি বিধানসভার বুথস্তরের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল। সেখানে তৃণমূল সভানেত্রীর বার্তা স্পষ্ট, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি। তার আগে কাজ করে যেতে হবে। কোন বৈধ ভোটারের নাম ওঠেনি বুথস্তরে তার বিস্তারিত খোঁজ নিতে হবে। একজন বৈধ ভোটারের নামও যেন বাদ না পড়ে।

অপরিকল্পিত এসআইআর নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিশনকে তোপ দেগে তিনি বলেন, নির্বাচনের ২ মাস আগে ডেলিবারেট অ্যাটেম্পট। মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। অটোক্রেসি চলছে। মতুয়া, তফসিলি, আদিবাসীদের ভোট থাকবে না। ৪৬ জন মারা গিয়েছেন। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি হিন্দু। এরপরই তিনি কমিশন ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে তোপ দেগে বলেন, সব এজেন্সিকে বিজেপির দালালে পরিণত করা হয়েছে। বিজেপি-কমিশন তৈরি করা হয়েছে। গায়ের জোরে দু'বছরের কাজ দু'মাসে করা হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিএলওদের কি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে? কমিশন রোজ নির্দেশিকা বদল করছে! অ্যাপ পরিবর্তনের ফলে কাজে অসুবিধা। বিএলওদের দোষ নয়। তিনি অভিযোগ করেন, ওরা দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যকে না জানিয়ে অবজার্ভার, মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। এদিনের সভা থেকে এসআইআর প্রসঙ্গে অমিত শাহকে নিশানা করে গর্জে ওঠেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, স্বৈরাচারী, দুরাচারী হোম মিনিস্টার, এই রকম হোম মিনিস্টার কখনও দেখিনি। কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করেন হোম মিনিস্টার! সভা থেকে এসআইআর-পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের সাহায্যের জন্য বিএলএ-১ ও ২-দের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেন তিনি।

বিএলএ ২-দের দিক-নির্দেশিকা

(প্রথম পাতার পর)

- উপস্থিত হয়ে ২০০২ এর রোল-এর কপি এবং নথি জমা দিচ্ছেন কি না লক্ষ্য রাখতে হবে
- শুনানির সময় যাতে ভোটাররা অহেতুক হয়রানির শিকার না হন, সেটি দেখতে হবে
- ভোটকেন্দ্রে যাঁরা Form-6/Form-8 জমা দিচ্ছেন তার ওপর নজর রাখতে হবে। সবাই যাতে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন, তাঁদের সাহায্য করতে হবে
- ২০ বছর বা তার বেশি বয়সিরা যদি Form-6 জমা দিয়ে থাকেন, তবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে সেই ব্যক্তি সঠিক কি না। সন্দেহ হলে লিখিত objection দিতে হবে
- যে সকল ভোটার ফর্ম-৮ এর মাধ্যমে নাম তুলতে চাইছেন, নিশ্চিত হতে হবে তিনি কোথায় থাকেন বা কোথা থেকে আসছেন। সন্দেহ হলেই লিখিত objection জানাতে হবে
- যদি কেউ অন্য রাজ্য থেকে এসে নাম তুলতে চান, সেই ব্যক্তির ঠিকানা যাচাই করতে হবে। সন্দেহ হলে লিখিত objection জমা দিতে হবে

হুলিগানদের যোদ্ধা তকমা দিচ্ছেন ইউনুস! ভারতের উপর হামলার কড়া নিন্দায় হাসিনা

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশের যে উগ্রবাদী শক্তি একসময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল, তারাই এখন ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালাচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কূটনীতিকদের রক্ষা করার বদলে বিশৃঙ্খল হুলিগানদের যোদ্ধার তকমা দিচ্ছে। ভোটমুখী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের এভাবেই সরব হলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। তাঁর সরাসরি অভিযোগ মহম্মদ ইউনুসের দিকেই। নির্বাচনের আগে ওসমান খাদি হত্যায় উত্তপ্ত বাংলাদেশ। কার্যত অরাজকতার পরিবেশ। অন্তর্বর্তী সরকার বহুক্ষেত্রে সম্পত্তি ধ্বংস ও জীবনহানির ঘটনা দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, নির্বাচন এড়িয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টায় ইউনুস সরকার দুষ্কর্মে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বেহাল হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে যাতে নির্বাচন বানচাল করা যায়। পরিস্থিতি এমনই যে হাদির খুনে গোটা বাংলাদেশ উত্তাল হলেও তার খুনিকে ধরতে ব্যর্থ পুলিশ! কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র না পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের ওপর অরাজকতার দায় চাপাতে মরিয়া ঢাকা। আক্রান্ত হচ্ছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা এবং হামলার মুখে ভারতীয় দূতাবাসের দফতরগুলি। নিজের দেশের এইসব ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের উপর দায় চাপিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উগরে দিয়েছেন নিজের ক্ষোভ।

হাসিনার দাবি, যে অরাজকতা চলছে তা মৌলবাদীদের তৈরি করা, যাদের মহম্মদ ইউনুস সযত্নে পালন করছেন। হাসিনার কথায়, এরাই সেই শক্তি, যারা সংবাদপত্রের দফতরে হামলা চালায়, ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালায়। এক সময়ে এরাই আমাকে সপরিবারে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। মুজিবকন্যার মন্তব্য, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের জন্য নয়াদিল্লির উদ্বেগ যথাযথ। আমার বলতে খারাপ লাগছে, একটি দায়িত্বশীল প্রশাসনের দায়িত্ব বিদেশের কূটনীতিকদের রক্ষা করা এবং যারা তাদের উপর হামলা চালায় তাদের শাস্তি দেওয়া। সেখানে মহম্মদ ইউনুস হুলিগানদের রক্ষা করছেন এবং তাদের যোদ্ধার তকমা দিচ্ছেন!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমেরিকার একদল গবেষক সম্প্রতি বলেছেন বাড়িতে বসে কাজ করলে পরিবেশে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ২ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। কারণ কর্মস্থলে যেতে কর্মীরা যে যানবাহন ব্যবহার করেন তা থেকে নির্গত নাইট্রাস অক্সাইড এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড এই গ্যাসের পরিমাণ বাড়ায়

গ্রিন হাউসে গন্ডগোল

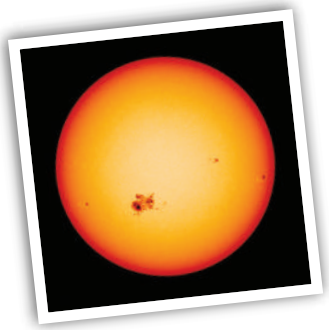

গোটা বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন থেকে হিমবাহের বরফ গলে যাওয়া— সবের নেপথ্যে রয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব। এই কারণেই দিনে দিনে গরম হচ্ছে পৃথিবী। লিখলেন বিশিষ্ট আবহাওয়াবিদ **রামকৃষ্ণ দত্ত**

দেখতে না পেলেও গ্রিন হাউস যে আছে, এটা বিশ্বাস করতে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বায়ুমণ্ডল নানারকম প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় গ্যাসের ধূলিকণা নিয়ে গঠিত এবং সুবিশাল শামিয়ানার মতো আকাশে বিস্তারিত হয়ে আছে। তবে সব জায়গাতে, সব সময়ে একভাবে নেই। যেমন কলকাতার মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ দেখা যায় না বললেই চলে। আবার দার্জিলিং পাহাড়ের ওপর বৃষ্টির পর, দিনের বেলায় ঝকঝকে নীল আকাশ কখনও কখনও দেখা যায়। বস্তুত বিষুবরেখার দু'পাশে যেখানে সূর্যের বিচরণকাল বেশি, সেখানে প্রচুর জলীয় বাষ্পের জন্য দিনের বেলায় নীল আকাশের দেখা পাওয়া ভার। বায়ুমণ্ডলে অধিক জলীয় বাষ্প, শারীরিক ভাবে অস্বস্তিকর এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার কারণ হলেও এর প্রয়োজনিয়তা সুদূরপ্রসারী। উল্কাপাত, আগ্নেয়গিরি ছাড়াও শিল্প ও জন-জীবনে অগ্রগতির জন্য প্রচুর পরিমাণে কয়লা, পেট্রোলিয়াম জ্বালানি ও রাসায়নিকের ব্যবহার নানারকম গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন করে। এই গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে সূর্যের যতটা তাপ পৃথিবীতে আসে ততটা তাপ পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবী তাই দিন দিন গরম হচ্ছে। এটাকেই বলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

কেন বিশ্ব উষ্ণায়ন বেড়েই চলেছে

শিল্প উন্নয়ন: শিল্পে একটি কথা আছে, উৎপাদন হবে চাহিদার বর্গানুপাতিক হারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় সমস্ত শিল্প উৎপাদনে তাপের প্রয়োজন এবং বলাবাহুল্য বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের সংযোজন। আর মানুষের চাহিদা অসীম। আবার চাহিদা মোটামুটি দুই প্রকার। অপরিহার্য চাহিদা ও প্রাচুর্যের চাহিদা। অপরিহার্য চাহিদা অনিবার্য, এর ওপর সীমিতকরণ অমানবিক ও অন্যায় হতে পারে। কিন্তু প্রাচুর্যের চাহিদা মানুষকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে দেয়। পরিবেশের সহনশীলতা অমান্য করে সাফল্য বড় হয়ে যায়। আর সাথে ক্রমাগত দাবানলের (ফরেস্ট ফায়ার) ঘটনা বায়ুমণ্ডলে প্রচুর গ্রিন হাউস গ্যাসের সরবরাহ করছে।

মিলাঞ্চবিক চক্র : এটি হচ্ছে ২৬ হাজার বছর পর পর পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্যের সাপেক্ষে একই দূরত্বে চলে আসে। অর্থাৎ ১৩ হাজার বছর পর উত্তর মেরু সূর্যের থেকে সবচাইতে দূরে থাকবে, আর পরবর্তী ১৩ হাজার বছর পর উত্তর মেরু আবার সূর্যের সব থেকে কাছে আসবে। একেই বলে মিলাঞ্চবিক চক্র বা মিলাঞ্চবিক ফোর্সইং। অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর মেরু দিক পরিবর্তন করে যখন পোলারিস বা ধ্রুবতারার কাছে আসে (বর্তমান অবস্থা) তখন সূর্য থেকে নিকটবর্তী অবস্থান, আবার যখন ১৩ হাজার বছর পর উত্তর মেরু উজ্জ্বল ভেগা তারার কাছে যাবে তখন সূর্য থেকে দূরবর্তী অবস্থান। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় সূর্যের নিকটবর্তী হওয়াতে একদিকে যেমন সূর্যের তাপ বেশি আসছে তেমনি পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে আকর্ষণ বল ও ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিন হাউস গ্যাস বেশি হওয়াতে বিশ্ব উষ্ণায়ান বাড়ছে। আবার উল্লিখিত আকর্ষণ বল বেড়ে যাওয়াতে, ভূমিকম্পের টেকটোনিক তথ্যের মান্যতা দিয়ে বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী আরও ভূকম্পপ্রবণ ও অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা বাড়বে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়ার হেলে গুবি (HELE GUBBI) আগ্নেয়গিরি ১২ হাজার বছর পর জেগে ওঠা, ১০ থেকে ১৫ কিমি উচ্চতায় বায়ুপ্রবাহের সাহায্য ভারতের, বিশেষ করে কলকাতার শীতের বাধা হয়ে দাঁড়াবার সম্ভবনা আছে।

সৌর কলঙ্ক : সৌরজগতে সূর্যই হচ্ছে সমস্ত শক্তি বা তাপের উৎস। সূর্যে প্রতিনিয়ত দুটি হালকা পরমাণুকে সংযুক্ত করে একটি ভারী পরমাণুতে পরিণত (ফিউশন রিঅ্যাকশন) হয়ে তাপ নির্গত করছে। নির্গত তাপ তড়িদাহত কণার বা তরঙ্গের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্য থেকে নির্গত এই তাপ একই হারে সবসময় নির্গত হয় না। কারণ পৃথিবীর মতো সূর্যেরও চুম্বকত্ব আছে। প্রচণ্ড তাপে আয়ন কণাগুলি চুম্বক ক্ষেত্রে আটকে যায়, জায়গাটি কালো বিন্দুর মতো দেখায়, এর নাম সৌর কলঙ্ক (Sun spot) বলে, আর ওখান থেকে অপেক্ষাকৃত কম তাপ নির্গত হয়। তবে এই ঘটনা প্রায় এগারো বছর বাদে বাদে ঘটে।

এল নিনো : পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের একটি মহাসুদ্রিক ঘটনা। দক্ষিণ আমেরিকার সুগভীর বিপদজনক পেরু-চিলি পরিখা বা খাদের কাছের একটি সমুদ্র সমতলের তাপমাত্রার তারতম্যের ঘটনা। এখনো পর্যন্ত কোনও অজানা ঘটনার কারণে পেরু-চিলি পরিখার তলদেশের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। তার ফলে তলদেশের গরম জল হালকা হয়ে ওপরে উঠে আসে। সমুদ্র সমতলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনাকে এল নিনো বলে। সঙ্গে তলদেশের প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাণীজগৎ ও গাছপালা মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। স্থানীয় মানুষজন ওই প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার সংগ্রহ করে। এই কারণে এই ঘটনাকে ক্রিস্ট-চাইল্ড বলে। এলনিনো ঘটনা ২ থেকে ৮ বছর বাদে বাদে ঘটে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি বায়ুমণ্ডলের পূর্ব-পশ্চিম উলম্ব চক্রাকার গতিকে প্রভাবিত করে ও গ্রিন হাউস গ্যাসের সহায়তায় বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটিয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়। যেহেতু ঘটনাটি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের প্রভাবে ঘটছে, তাই একে এনসো বলে। আবার বিপরীতভাবে, সমুদ্র তলের তাপমাত্রা কমে গেলে বলে LANINA।

এ-রাজ্যে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকে চাকমা পর্বতমালা, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হওয়াতে উপকূলবর্তী অঞ্চল বাদে বায়ুর অনুভূমিক গতি খুব কম। অধিকাংশ জায়গা সমতলভূমি হওয়াতে বায়ুর উলম্ব গতিও খুব কম। তাই একবার দূষিত গ্রিন হাউস গ্যাস এসে পড়লে সেটি বিলীন হওয়ার সম্ভবনাও খুব কম। তাই বছরের তিন-চার মাস বাদ দিয়ে বেশির ভাগ সময় অস্বস্তিকর গরম। আর্দ্রতা ও ধূলিকণার ছাঁদনাতলা, কলকাতার শীতের ভাঁড়ে মা ভবানীর কারণ।

ভারতকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় পাক ক্রিকেটারদের প্রত্যেককে দেওয়া হল ৩.২০ কোটি টাকা

রাফিনহা-ইয়ামাল জুটিতে লিগের শীর্ষেই বার্সেলোনা

মাদ্রিদ, ২২ ডিসেম্বর : ফিফার বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পাননি। তবে রাফিনহার স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত। লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে গোল করে অবিচারের জবাব দিলেন বার্সেলোনার ব্রাজিলীয় উইঙ্গার। বার্সাও ম্যাচটা ২-০ গোলে জিতে লা লিগার শীর্ষস্থান নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছে। অপর গোলটি করেন লামিনে ইয়ামাল।

অ্যাওয়ে ম্যাচের ১২ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন রাফিনহা। সতীর্থ জুলস কুন্দের বাড়ানো বল ধরে বিপক্ষ বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। উপায় না দেখে রাফিনহাকে ফাউল করেন ভিয়ারিয়ালের সান্তি কোমেনেসা। ফলে পেনাল্টি পেয়েছিল বার্সা। ৩৯ মিনিটে ইয়ামালকে অহেতুক ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ভিয়ারিয়ালের রেনাতো ভেইগা। ফলে ম্যাচের বাকি সময় ১০ জনে খেলতে হয়েছে ভিয়ারিয়ালকে।

এর পরেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে যায় বার্সেলোনার দখলে। ৬৩ মিনিটে দুরন্ত শটে ২-০ করেন ইয়ামাল। এই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছেন রাফিনহা ও ইয়ামাল। তাঁদের দাপটে উইং দিয়ে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছে বার্সা। এদিনের জয়ের পর, ১৮ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বরেই রইল বার্সেলোনা। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ।

গোলের পর ইয়ামালকে অভিনন্দন রাফিনহার।

বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, দল ভাল ছন্দে রয়েছে। তবে এখনও মরশুম পড়ে রয়েছে। ফর্ম ধরে রাখতে হবে। রাফিনহা দুর্দান্ত ম্যাচ খেলল। ওর অবশ্যই ফিফার বর্ষসেরা একাদশে সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল।

হাজারেতে গিল

চণ্ডীগড় : টি ২০ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ে শুভমন গিল এবার পাঞ্জাবের হয়ে ঘরোয়া বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। ২৪ ডিসেম্বর থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুভমন ছাড়া পাঞ্জাব দলে রয়েছেন অভিষেক শর্মা ও অর্শদীপ সিংও। ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে পাঞ্জাব ২৪ ডিসেম্বর জয়পুরে খেলবে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এরপর তারা খেলবে মুম্বই, গোয়া, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও সিকিমের বিরুদ্ধে।

নেতা কিশান

রাঁচি : টি ২০ বিশ্বকাপের দলে থাকার পরই ঈশান কিশান বিজয় হাজারে ট্রফিতে ঝাড়খণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। এর আগে তাঁর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড মুস্তাক আলি ট্রফি জিতেছিল। টুর্নামেন্টে ঈশান দুটি সেঞ্চুরি করেন। ২৪ডিসেম্বর আমেদাবাদে ঝাড়খন্ড প্রথম ম্যাচ খেলবে কার্নটকের বিরুদ্ধে। দলে অনুকূল রায়, কুমার কুশাগ্রা, বিরাট সিংয়ের মতো খেলোয়াড়রা রয়েছেন।

কেনের না

ওয়েলিংটন : শেষবার দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে। কিন্তু তারপর কেন উইলিয়ামসন ও বিরাট কোহলির মুখোমুখি হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল সেটা হচ্ছে না প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক সাদা বলের সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোয়। নিউজিল্যান্ড জানুয়ারির গোড়ায় ভারতে সাদা বলের সিরিজ খেলতে আসছে। ১১ জানুয়ারি বরোদায় প্রথম একদিনের ম্যাচ। কিন্তু তাতে বিরাট-রোহিতরা খেললেও দেখা যাবে না উইলিয়ামসনকে। তিনি এখন বেছে বেছে সিরিজ খেলেন।

ভারতকে দেখেই শিখছেন আকিব

সাদা বলে সাফল্য

লাহোর, ২২ ডিসেম্বর : ভারত কেন এত সফল, তাঁরা কেন নন। অন্যতম নির্বাচক ও পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান আকিব জাভেদ স্বীকার করেছেন, ভারতের সাদা বলের সাম্প্রতিক সাফল্যকে তাঁরা অনুসরণ করেছেন, যাতে নিজেদের ক্রিকেটকেও তুলে আনা যায়।

পিসিবির একটি পডকাস্ট-এ আকিব বলেছেন, ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটের সাম্প্রতিক সাফল্য যে কোনও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর কথায়, আমি ভারতের সাফল্য দেখে সেই পথ পাকিস্তানের ক্রিকেটে ব্যবহার করতে চেয়েছি। আমার মনে হয়েছে যে কোনও দেশের সাফল্য নির্ভর করে তার প্রতিভার উপর।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত টি ২০ বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ জিতেছে। সাদা বলের ক্রিকেটে এমন লাগাতার সাফল্যই আকিবের নজর ভারতের দিকে টেনে এনেছে। তিনি মনে করেন কোনও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নয়, সাফল্য আসে সিস্টেমের হাত ধরে।

তাঁর কথায়, আমার মনে হয়েছে আমরা ক্রিকেটের বেসিক ব্যাপারগুলোতে ভুল করেছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার হাতে ভাল প্রতিভা আছে, ততক্ষণ কে কোচ, কে অধিনায়ক বা কে নির্বাচক এসব কোনও বিষয় হয় না। তিনি এজন্য ভাল পরিকাঠামো ও ভাল টুর্নামেন্ট খেলার উপরও জোর দিয়েছেন।

প্রাক্তন ফাস্ট বোলার খেলোয়াড়দের প্রতিভার সঙ্গে

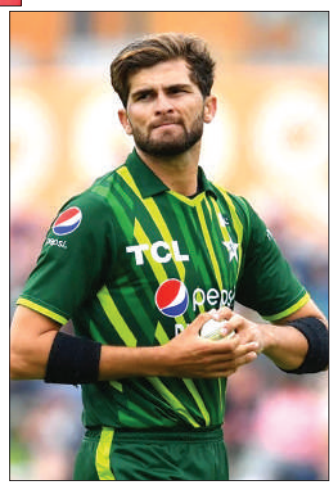

মানসিক জোর বাড়ানোর কথাও বলেছেন। যেহেতু ক্রিকেটারদের এখন নিরন্তর পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। সমালোচনা নিয়ে আকিবের আপত্তি নেই। কারণ এটা খারাপ পারফরম্যান্সের সঙ্গেই আসে। এটা এড়াতে হলে ভাল খেলতে হবে। জানিয়েছেন তিনি।

বেকহ্যাম পরিবারে ভাঙন

লন্ডন, ২২ ডিসেম্বর : ডেভিড বেকহ্যামের পরিবারে ভাঙন। সোশ্যাল মিডিয়াতে বড় ছেলে ব্রুকলিনকে আনফলো করলেন ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম। এর আগে ইনস্টাগ্রামে বাবা ও মা-কে ব্লক করে দিয়েছিলেন ব্রুকলিন। শুধু তাই নয়, দুই ভাই রোমারিও এবং ক্রুজকেও ব্লক করেছিলেন। এবার ব্রুকলিন বেকহ্যাম পদবি ছেড়ে স্ত্রী নিকোলা পেল্টজের পদবি গ্রহণ করতে চলেছেন বলে খবর। সব মিলিয়ে পারিবারিক অশান্তিতে জেরবার বেকহ্যাম পরিবার।

পরপর কয়েকটি ঘটনার জেরে এই ভাঙনের ছবিটা আগেই প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। মে মাসে বাবার ৫০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন ব্রুকলিন। এরপর অগাস্ট মাসে নিজের বিবাহবার্ষিকীকেও পরিবারের কাউকে আমন্ত্রণ জানাননি ব্রুকলিন। নভেম্বরে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ সম্মান নাইটহুড উপাধি পান ডেভিড। সেখানেও ব্রুকলিন ও নিকোলাকে দেখা যায়নি। এবার বড়দিনের উৎসবও স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে কাটাচ্ছেন ব্রুকলিন। ব্রুকলিন ও নিকোলার বিয়ের সময় থেকেই অশান্তির শুরু। বিয়েতে শাশুড়ি ভিক্টোরিয়ার ডিজাইন করা পোশাক পরেননি নিকোলা। বিয়ের কিছুদিন পরেই আলাদা হয়ে যান ব্রুকলিন ও নিকোলা। এদিকে, ব্রুকলিনকে বাবা ও মার আনফলো করার ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ভাই ক্রুজ। তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, এই খবর সত্যি নয়। আমার বাবা-মা কখনওই নিজের সন্তানকে আনফলো করতে পারেন না। বরং ওদেরকেই ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

ব্রুনোর চোট নিয়ে চাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

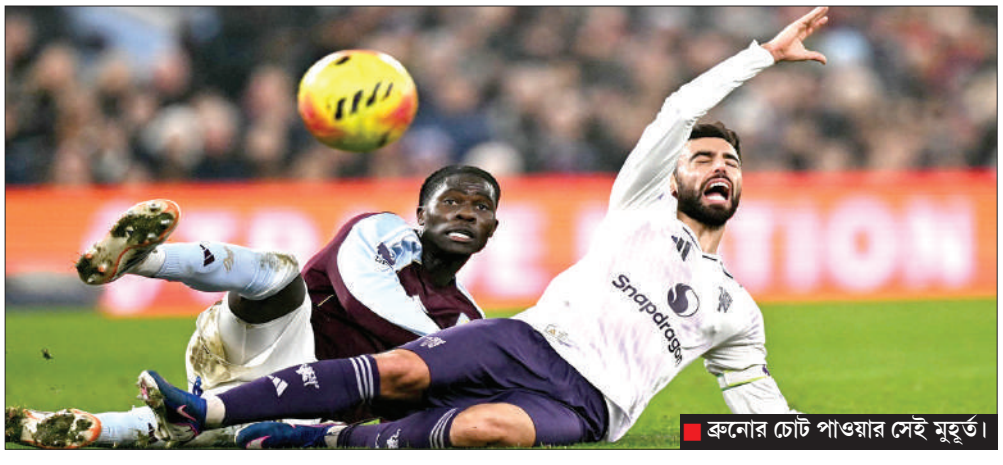

ব্রুনোর চোট পাওয়ার সেই মুহূর্ত।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ ডিসেম্বর : জোড়া চাপে কোণঠাসা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। একে তো অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-২ ব্যবধানে হার। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ব্রুনো ফার্নান্ডেজের চোট। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বেশ কিছুদিনের জন্য মাঠ থেকে ছিটকে গেলেন ম্যান ইউ অধিনায়ক। চলতি বছরে প্রিমিয়ার লিগে আরও দু'টি ম্যাচ (২৭ ডিসেম্বর নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে এবং ৩১ ডিসেম্বর উলভসের বিরুদ্ধে) খেলতে হবে ম্যান ইউকে। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ব্রুনোকে যে পাওয়া যাবে না, সেটা স্বীকার করছেন কোচ রুবেন আমোরিম। এমনকী, উলভসের বিরুদ্ধে তিনি অনিশ্চিত।

অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই চোট পেয়েছিলেন ব্রুনো। বিরতির পর তিনি আর মাঠে নামেননি। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন। আমোরিম বলছেন, ওর চোটটা হ্যামস্ট্রিংয়ে। টিস্যুর চোট সারতে এমনিতেই সময় লাগে। নিউক্যাসল ম্যাচে ব্রুনোকে পাওয়া যাবে না। বছরের শেষ ম্যাচেও খেলতে পারবে কি না সন্দেহ রয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় ধাক্কা।

অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে জিতলে, প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পাঁচে উঠে আসার সুযোগ ছিল ম্যান ইউয়ের। কিন্তু হারের পর, ১৭ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট পেয়ে সাতেই আটকে রইল। হতাশ আমোরিম বলছেন, ব্রুনোর চোট ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ও মাঠে থাকলে, হয়তো ম্যাচটা হারতে হত না। অন্তত এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারতাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তোমার সন্তানরাও জঙ্গি, বন্ডি বিচ হত্যাকাণ্ডের পর সোশ্যাল মিডিয়াতে আক্রমণ উসমান খোয়াজাকে

মাঠে ময়দানে

23 December, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আলিবাগে ছুটিতেও বিরাট-প্রস্তুতি

আলিবাগ, ২২ ডিসেম্বর : বুধবার ২২ গজে ফিরছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। তারই প্রস্তুতি বিরাট নিয়েছেন মুম্বইয়ের দক্ষিণে উপকূলীয় শহর আলিবাগে টানা তিন দিন প্র্যাকটিস করে। কিং কোহলিকে নেটে বল করেছেন একঝাঁক উদীয়মান বোলার। আর প্র্যাকটিসের পর নেট বোলারদের অনুরোধে প্রত্যেকের আইফোনে অটোগ্রাফ দিয়েছেন কিং কোহলি। প্রয়োজনীয় টিপসও দিয়েছেন প্রত্যেককে।

বিশ্বের সেরা ব্যাটারকে এতটা কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত এই উদীয়মান বোলাররা। এঁদের অন্যতম ঋত্বিক পাঠক। ঝাড়খণ্ডের এই তরুণ পেসার নিজের ফোনে বিরাটের সইয়ের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, এই ফোন চিরকাল টিকে থাকবে না। কিন্তু ভিডিওটা থেকে যাবে। এরপর বিরাটকে ট্যাগ করে ওই তরুণ বোলার আরও লিখেছেন, জীবনের সেরা মুহূর্ত। বিরাট কোহলিকে তিনটে দিন বল করার অভিজ্ঞতা চিরদিন হৃদয়ে থেকে যাবে। এমন সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রস্তুতির ফাঁকে নেট বোলারের সঙ্গে বিরাট।

প্রসঙ্গত, ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। তারই প্রস্তুতি হিসাবে দিল্লির হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন বিরাট। টুর্নামেন্ট ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চললেও, বিজয় হাজারের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮ জানুয়ারি। ফলে দিল্লির হয়ে অন্তত দুটো ম্যাচে বিরাটকে মাঠে দেখা যাবে।

ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে সাফজয়ী কোচ অ্যান্থনি। সোমবার ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে।

উচ্ছ্বাসে সাফ জয়ের উৎসব ইস্টবেঙ্গলে

প্রতিবেদন : সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে রবিবার রাতেই কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতায় ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল। বিমানবন্দরেই ফাজিলা ইকুয়াপুটদের স্বাগত জানিয়েছিলেন কয়েকশো লাল-হলুদ সমর্থক। সোমবার দুপুরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে পালন হল সাফ জয়ের উৎসব।

ট্রফি নিয়ে এদিন ক্লাবে আসেন কোচ অ্যান্থনি অ্যাড্রুজ। এদিকে, মহিলা জাতীয় লিগ (আইডব্লুএল) শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবার ইস্টবেঙ্গল লিগ অভিযান শুরু করবে সেতুর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। তাই ফাজিলা-সহ দলের ফুটবলারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। তবে অ্যান্থনি, সহকারী কোচ প্রতিমা বিশ্বাস-সহ মহিলা দলের সব সাপোর্ট স্টাফ এদিন ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করে সাফ জয়ের উৎসব পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, সাধারণ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়, ক্রিকেট সচিব সঞ্জীব আচার্য, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মসমিতির সব সদস্য এবং বেশ কিছু সমর্থক।

গতবার দায়িত্ব নিয়েই লাল-হলুদকে আইডব্লুএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন অ্যাড্রুজ। জিতেছিলেন কন্যাশ্রী কাপ। তাঁর কোচিংয়ে মেয়েদের সাফ ফুটবলেও সেরা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে উঠে ইরানের ক্লাবকে হারিয়েছে। সাফ জেতার পর ফাজিলাদের কোচের পাখির চোখ এবার টানা দ্বিতীয়বার আইডব্লুএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এদিনের অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারও কোচের কাছে ক্লাবকে ফের আইডব্লুএল জয়ের আর্জি জানান। অ্যাড্রুজও বলছেন, বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। আমাদের পুরো ফোকাস এবার আইডব্লুএলে।

রাজকোটে কাল বাংলা-বিদর্ভ

প্রতিবেদন : রঞ্জিতে বিরতির আগে পর্যন্ত ফল আশানুরূপ নয়। মুস্তাক আলিতে পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ইশান কিশানের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলা সেরা দল নিয়ে নেমেও সাফল্য পায়নি। কাল শুরু হচ্ছে ৫০ ওভারের বিজয় হাজারে ট্রফি। এবার অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ঘরোয়া টুর্নামেন্টে কেমন করেন সেটাই দেখার।

রাজকোটে সোমবার হাজারে ট্রফির প্রস্তুতির ফাঁকে বাংলা দল।

সোমবার রাজকোটে পুরোদস্তুর প্র্যাকটিস করেছেন বঙ্গ ক্রিকেটাররা। বুধবার তাদের প্রথম ম্যাচ বিদর্ভের সঙ্গে। বিদর্ভ যথেষ্ট শক্তিশালী দল। রজত পাতিদার এই দলের নেতৃত্বে আছেন। চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের কোচিংয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর সাফল্য আছে তাদের।

তবে বাংলা এবার পুরো শক্তির দল নিয়ে হাজারে ট্রফিতে খেলবে। যা রঞ্জিতে হয়নি। তরুণদের মধ্যে অনূর্ধ্ব ১৯-এ ভাল খেলা চন্দ্রহাস দাসকে এই দলে রাখা হয়েছে। দলে আছেন উইকেটকিপার সুমিত নাগ, রবি কুমারের মতো উঠতিরাও। সুযোগ পেলে এরা কেমন করেন দেখতে হবে। এলিট পর্যায়ে বাংলার গ্রুপে রয়েছে বিদর্ভ, বরোদা, চণ্ডীগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, হায়দরাবাদ ও উত্তরপ্রদেশ। গ্রুপ পর্যায়ে অভিমন্যুদের শেষ ম্যাচ ৮ জানুয়ারি। অভিমন্যু ছাড়াও এই দলে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ ঘরামি, অভিষেক পোড়েল, মহম্মদ শমি, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ। সুতরাং বিদর্ভকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য যথেষ্ট।

পিছিয়ে পড়েও জয়ী সুন্দরবন

প্রতিবেদন : বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগে সোমবার রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে সুন্দরবন ২-১ গোলে হারিয়েছে হোসে ব্যারাটোর প্রশিক্ষণাধীন দল হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্স এফসিকে। তিনটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। টুর্নামেন্টের অন্য ম্যাচে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বর্ধমান ব্লাস্টার্সকে।

হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল সুন্দরবন। ২০ মিনিটে জিয়াবুলের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্স। যদিও ৯ মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে ফেলে সুন্দরবন। গোলদাতা নবাব। এরপর ৩৭ মিনিটে কোয়াসির গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সুন্দরবন। দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠেছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্স। ফলে মূল্যবান তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে সুন্দরবন। এদিকে, মালদায় আয়োজিত ম্যাচে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। একতরফা ম্যাচের ৮ মিনিটেই রবি হাঁসদার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। বিরতির পর ৫০ এবং ৫২ মিনিটে জোড়া গোল করেন জোটা। এই জয়ের সুবাদে লিগ তালিকার শীর্ষ উঠে এসেছে রয়্যাল সিটি। ৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৯।

চল্লিশেও সেরার দৌড়ে রোনাল্ডো

দুবাই, ২২ ডিসেম্বর : বয়স তাঁর কাছে নিছকই সংখ্যা। তাই ৪১-এও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পর্তুগালের অধিনায়ক। প্রস্তুতি নিচ্ছেন পরের বিশ্বকাপে নামার। আর এই বয়সেও তিনি সেরা মিডল ইস্ট প্লেয়ার ক্যাটাগরির ফাইনালিস্ট। দুবাইয়ে ২৮ ডিসেম্বর আটলান্টিস দ্য রয়্যাল হোটেলে ১৬ তম গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে রোনাল্ডো তাঁর গ্রুপে সেরা হওয়ার জন্য লড়বেন সালেম আল-দাওসারি (আল হিলাল), করিম বেঞ্জেমা (আল ইত্তেহাদ) ও রিয়াদ মাহরেজের (আল আহলি) সঙ্গে।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই বছরের সেরা ফুটবলারকে বেছে নিতে ফ্যানেদের কাছে থেকে ৩০ মিলিয়ন ভোট জমা পড়েছে। এই অনুষ্ঠানে রোনাল্ডো থাকবেন বলে জানিয়েছেন। থাকছেন ফুটবলার থেকে শুরু করে সেলিব্রিটিদের অনেকেই। এখানে বিশ্বের সেরা পুরুষ ও মহিলা ফুটবলারকে বেছে নেওয়া হবে। সেরা ক্লাব, সেরা কোচ, সেরা ফরোয়ার্ড, সেরা মিডফিল্ডার, সেরা উঠতি প্লেয়ার ও রোনাল্ডোদের সেরা মিডল ইস্ট প্লেয়ারকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। এরমধ্যে একটি ইভেন্টে দেওয়া হবে দ্য মারাদোনা অ্যাওয়ার্ড।

ফাইনালের শর্ট লিস্টে সবথেকে বেশি ফুটবলার আছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী পিএসজি থেকে। আছেন বার্সেলোনা, চেলসি, ফ্ল্যামেঙ্গো, লিভারপুল ক্লাবের

১৬তম গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড

ফুটবলাররাও। সেরা কোচের দৌড়ে নাম রয়েছে জাবি আলোনসো, মিকেল আরতেতা, হ্যান্সি ফ্লিক-সহ অনেকের নাম। সেরা ফুটবলারের দৌড়ে রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে, রাফিনহা, লামিল ইয়ামাল, ডেম্বেলে, ভিতিনারা। মেয়েদের বিভাগে বোনামতি টানা তৃতীয়বার সেরার দৌড়ে রয়েছেন। মেয়েদের সেরা ক্লাব ক্যাটাগরির ফাইনালিস্ট হল বার্সেলোনা, জুভেন্টাস ও চেলসি। তবে অনুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ আল নাসেরের মহাতারকা রোনাল্ডোই।

দুই প্রধানের সহজ জয়

প্রতিবেদন : সোমবার অনূর্ধ্ব ১৮ যুব ফুটবল লিগে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে কালনার এসকেএমএসএফ-কে ৪-০ গোলে হারিয়েছেন লাল-হলুদের যুবরা। এই

অনূর্ধ্ব ১৮ লিগ

নিয়ে লিগে টানা তৃতীয় জয়ের স্বাদ পেল ইস্টবেঙ্গল। এদিন লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছেন প্রীতম গাইন, হামতে, সাহিন খান ও নয়ন ছেত্রী। অন্যদিকে,

মোহনবাগান ম্যাচের একটি মুহূর্ত।

মোহনবাগান ২-০ গোলে হারিয়েছে এআইএফএফ ফিফা ট্যালেন্ট অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের শুরু শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল উপহার দেন সবুজ-মেরুনের ফুটবলাররা। মোহনবাগানের হয়ে গোল দু'টি করেছেন জয়ন্ত মণ্ডল এবং টি হাওকিপ।

অস্ট্রেলিয়ায় খেলা খুব কঠিন। ইংল্যান্ড সেটা টের পেয়েছে। বললেন রোহিত শর্মা

বিশ্বকাপের আগে গম্ভীরকে স্পষ্ট বার্তা

আমি এখনও বিমানেই থাকতে চাই : রোহিত

গুরুগ্রাম, ২২ ডিসেম্বর : টি-২০ এবং টেস্ট ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছেন। রোহিত শর্মা দেশের হয়ে এখন শুধুই একদিনের ম্যাচ খেলেন। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ দু'টি পঞ্চাশ ওভারের সিরিজে ব্যাট হাতে যথেষ্ট ভাল ফর্ম ছিলেন। তবুও ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের দলে রোহিত থাকবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

বুধবার মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে নামছেন হিটম্যান। তার আগে গুরুগ্রামের এক অনুষ্ঠানে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, অবসর নিয়ে ভাবছেন না। বরং যতদিন সম্ভব খেলা চালিয়ে যেতে চান। রোহিত বলেছেন, আমার কেরিয়ারের শুরুটা খুব কঠিন ছিল। তবে একবার ছন্দ পেয়ে যাওয়ার পর। একবার বিমানে উঠে পড়ার পর, তা আর নীচে নামেনি। আমি চাই না, খুব তাড়াতাড়ি সেই বিমান নীচে নামুক। আমি এখনও বিমানেই থাকতে চাই।

বিমান বলতে ভারতীয় দলকে বুঝিয়েছেন রোহিত। কেন তিনি বিমানের উদাহরণ টেনেছেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন রোহিত। তাঁর বক্তব্য, সবাই বিমানে চেপেছেন। তাই বিমানের উদাহরণ দিলাম। বিমান যখন ৩৫-৪০ হাজার ফুট উপরে উঠে যায়, তখন সবাই নিশ্চিন্তে থাকে। খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোয়। জীবনও একই রকম। একবার ছন্দ পেয়ে গেলে, সেখানে থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য অবতরণও জরুরি। তবে সেটা নির্ভর করে আপনি কখন অবতরণ করতে চান তার উপরে। আমার এই মুহূর্তে নীচে নামার কোনও ইচ্ছা নেই। আমি উপরেই থাকতে চাই। রোহিতের এই বক্তব্যেই পরিষ্কার, তাঁর পাখির চোখ আপাতত ২০২৭ বিশ্বকাপ। অবসর নিয়ে তারপর মাথা ঘামাবেন। ওয়াকিবহাল মহলও মনে করছে, এমন মন্তব্য করে কোচ গৌতম গম্ভীরকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন হিটম্যান।

প্রস্তুতিতে গলদ ছিল, কবুল ম্যাকালামের

অ্যাডিলেড, ২২ ডিসেম্বর : প্রশ্নের মুখে সাধের বাজবল। প্রাক্তনদের তোপের মুখে তিনি— ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। এই অবস্থায় তাঁকে মেনে নিতে হল তাঁদের অ্যাসেজ প্রস্তুতিতে কোথাও ভুল হয়েছিল। তবে মেলবোর্ন ও সিডনিতে বাকি দুই টেস্টে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন ম্যাকালাম।

২০১০-'১১-র পর প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে বেন স্টোকসরা পারথে নেমেছিলেন। কিন্তু প্রথম তিন টেস্টের পর সিরিজের ফল ৩-০। যার অর্থ, দুটি টেস্ট বাকি রেখেই ইংল্যান্ড আরও এক অ্যাসেজে ব্যর্থ হল। তাদের আল্ট্রা অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট নতুন করে আক্রমণের শিকার হয়েছে। পারথ টেস্টের আগে মাত্র একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নেমে পড়া নিয়েও এখন কাঁটছেড়া চলছে। জিওফ বয়কট ম্যাকালামকে বিদায় নিতে বলেছেন। ইয়ান বোথাম, গ্রাহাম গুচ, মাইকেল ভনের মতো প্রাক্তনদের স্টোকস সিরিজের আগে অতীত বলেছিলেন। এবার তাঁরাই ইংল্যান্ডের স্বল্প প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যারা ক্যানবেরায় দিন-রাতের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ম্যাকালাম বলেছেন আমরা কোথায় ভুল করেছি সেটা আবার প্রস্তুতিতে নামলে বুঝতে পারব। আর ৩-০ হয় যাওয়ার পর এখন এটা বলতেই হবে যে, আমাদের এই প্রস্তুতিতে কোথাও ভুল হয়েছিল। মেলবোর্নে পরের টেস্ট ২৬ ডিসেম্বর থেকে। অলি পোপের জায়গায় জেকব বেথেল খেলতে পারেন। কিন্তু মেলবোর্নের উইকেট দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে অ্যাডিলেডে দল যে একসময় কিছুটা প্রতিরোধ দেখাতে পেরেছিল সেটা ম্যাকালামের উৎসাহজনক মনে হয়েছে।

রেজাল্ট খারাপ হলে কেউ স্কুল বদলায় না

বিস্ফোরক সূর্য

আমেদাবাদ, ২২ ডিসেম্বর : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বেই মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া। অথচ সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে রান নেই! চলতি বছরে সূর্যর ব্যাট থেকে একটিও হাফ সেঞ্চুরি আসেনি। ১৯ ম্যাচে ১৩.৬২ গড়ে করেছেন মাত্র ২১৮ রান! ফলে প্রশ্ন উঠছে, খারাপ ফর্মের জন্য যদি শুভমন গিলকে বিশ্বকাপ দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়, তাহলে সূর্য নয় কেন?

এই পরিস্থিতিতে নিজের অফ ফর্ম নিয়ে মুখ খুলেছেন সূর্য। আমেদাবাদে এক স্কুলে অনুষ্ঠানে টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ অধিনায়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ক্রীড়াবিদদের জীবনে ওঠাপড়া থাকবেই। সব সময় সবাই ভাল ফর্মে থাকেন না। প্রত্যেকেই সেরা ফর্মে থাকতে চায়। কিন্তু কেরিয়ারে খারাপ সময় আসবেই। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। আমার কেরিয়ারেও এটা শেখার সময়। কঠিন সময় থেকে আমি ঠিক বেরিয়ে আসব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সূর্য আরও বলেছেন, আমি সব সময় ইতিবাচক থাকি। পরিশ্রম করি। পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট হলে তোমরা কি স্কুল ছেড়ে দাও? না কি সেই স্কুলেই থেকে ভাল রেজাল্টের জন্য আরও বেশি করে পরিশ্রম কর? আমিও সেই চেষ্টাই করছি। কঠিন সময় কাটিয়ে ফর্মে ফেরার চেষ্টা করছি। সূর্যর সংযোজন, এখন ১৪ জন জওয়ান (সতীর্থরা) আমার অভাব পূরণ করে দিচ্ছে। কিন্তু ওরাও জানে, যেদিন আমার ব্যাটে বিস্ফোরণ হবে, সেদিন কী হবে। আমি নিশ্চিত, তোমরাও সেটা জানো।

রেকর্ড জয়ে দুইয়ে উঠল নিউজিল্যান্ড

মাউন্ট মাউনগানুই, ২২ ডিসেম্বর : ৩২৩ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট জিতল নিউজিল্যান্ড। যা ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে কিউয়িদের সবথেকে বড় ব্যবধানে টেস্ট জয়ের নতুন রেকর্ড। আর ২-০ ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ জিতে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে জায়গা করে নিলেন টম লাথামরা। এক নম্বরে অস্ট্রেলিয়া। কিউয়িদের উত্থানে চাপ বাড়ল ষষ্ঠ স্থানে থাকা ভারতের। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার রাস্তাটা শুভমন গিলদের জন্য কঠিন হচ্ছে। বিনা উইকেটে ৪৩ রান হাতে নিয়ে সোমবার মাঠে নেমেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের ইনিংস শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে যায় মাত্র ১৩৮ রানেই। ৫ উইকেট নেন জেকব ডাফি। ৩ উইকেট পান আজাজ প্যাটেল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে লড়াই করেছেন ব্রেন্ডন কিং (৬৭ রান)। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্টের শতাংশের হিসাবে ভারতের আগে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান।

স্লিকো-বিতর্কে স্টার্ক চান একই প্রযুক্তি

অ্যাডিলেড, ২২ ডিসেম্বর : সদ্যসমাপ্ত অ্যাডিলেড টেস্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল স্লিকোমিটার বিতর্কে। এই বিতর্ক মেটাতে এবার আইসিসিকে তোপ দাগলেন মিচেল স্টার্ক। অস্ট্রেলীয় পেসারের প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রযুক্তির ব্যবহারের খরচ কেন বহন করবে না আইসিসি? একই সঙ্গে তাঁর দাবি, সব সিরিজেই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। তাতে বিতর্ক কমবে।

স্টার্কের বক্তব্য, আমি নিশ্চিত, স্লিকোমিটার বিতর্কে প্রত্যেকেই হতাশ হয়েছেন। শুধু ক্রিকেটাররা নয়, দর্শক, সম্প্রচারকারী সংস্থা এবং কর্মকর্তারাও হতাশ। আমার প্রশ্ন, কেন আইসিসি এর খবর বহন করবে না। কেন বিশ্বের সব ক'টি দেশের ক্রিকেটে বোর্ড একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে না? যদি সব সিরিজে একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমার ধারণা সংশয় এবং হতাশা দুটোই কমবে।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডিআরএস পদ্ধতিতে বল ব্যাট স্পর্শ করেছে কি না, তা দেখার জন্য দু'টি প্রযুক্তির অনুমোদন দিয়েছে আইসিসি। একটি স্লিকোমিটার, অন্যটি আলট্রা এজ। তবে সিরিজে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, সেটা নির্ভর করে স্বাগতিক দেশের বোর্ডের উপর। সংশ্লিষ্ট বোর্ড নিজেদের চুক্তিবদ্ধ সম্প্রচারকারী টিভি সংস্থার মাধ্যমে স্লিকোমিটার বা আলট্রা এজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। তার যাবতীয় খরচও বহন করে। এবারের অ্যাসেজে যেমন সম্প্রচারকারী সংস্থা স্লিকোমিটার ব্যবহার করছে।

এদিকে, অ্যাডিলেডের বিতর্কের পর নড়েচড়ে বসেছে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। দুই পক্ষ এবার ডিআরএস প্রযুক্তির প্রটোকল পর্যালোচনার জন্য আইসিসিকে অনুরোধ জানাতে চলেছে। তবে অ্যাসেজের শেষ দুই টেস্টে স্লিকোমিটার প্রযুক্তিই থাকছে।